মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ২২ নং আইন)

ঢাকা, ১০ই জুলাই, ১৯৯১/২৫শে আষাঢ়, ১৩৯৮

[সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ই জুলাই, ১৯৯১ (২৫শে আষাঢ়, ১৩৯৮) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং ঐ দিনই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে]

পণ্য ও সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপের বিধানকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু মূল্য সংযোজন কর আরোপ করার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা [১][*] ও প্রবর্তন।**— এই আইন **মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১** নামে অভিহিত হইবে।

(১) এই আইনের—

(ক) ধারা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২ এবং ৭২ ২রা জুন, ১৯৯১ ইং মোতাবেক ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮ বাং তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ওপরে উল্লিখিত ধারাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ধারাসমূহ ১লা জুলাই, ১৯৯১ইং মোতাবেক ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৮ বাং তারিখে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— [২][বিষয় বা প্রসঙ্গের] পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"অব্যাহতিপ্রাপ্ত"** অর্থ এই আইনের অধীন মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা;

(খ) **"উৎপাদ কর"** (output tax) অর্থ এই আইনের অধীন আরোপিত মূল্য সংযোজন কর; [২][*]

[৩][(গ) **"উপকরণ"** (input) অর্থ,

(অ) শ্রম, ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যতিরেকে, সকল প্রকার কাঁচামাল, [৪][ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ] [২][যেকোনো গ্যাস, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত যেকোনো পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী], সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;

(আ) ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত পণ্য;]

[৪][(ঘ) **"উপকরণ কর"** (input tax) অর্থে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আমদানিকৃত বা তৎকর্তৃক অন্যকোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রীত উপকরণের অন্যকোনো প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানিকৃত উপকরণের অন্যকোনো আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন করও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের --- নং আইন)

[১](ঘঘ) বিলুপ্ত]

[২](ঘঘঘ) **"কর"** অর্থ সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং ধারা ১৩-তে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও করও (আগাম আয়কর ব্যতীত) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(ঙ) **"কর মেয়াদ"** অর্থ এক মাসের মেয়াদ অথবা সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিতে পারে এইরূপ কোনো মেয়াদ;

(চ) **"করযোগ্য পণ্য"** অর্থ প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোনো পণ্য;

[৩](ছ) **"করযোগ্য সেবা"** অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোনো সেবা;]

(জ) [৪]**["কমিশনার"]** অর্থ ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো [৫]["কমিশনার"], মূল্য সংযোজন কর;

(ঝ) **"চলতি হিসাব"** অর্থ নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত [৬][ফরমে] [৭][কমিশনারের] সহিত রক্ষিত হিসাব যাহাতে তাহার ক্রয়, বিক্রয়, ট্রেজারি জমা, প্রদেয় এবং রেয়াতযোগ্য মূল্য সংযোজন কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য করের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে;

[৩](ঞ) **"চালানপত্র"** অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন প্রদত্ত চালানপত্র;]

[১](ঞঞ) বিলুপ্ত]

(ট) **"টার্নওভার"** অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তাহার দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঠ) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত কোনো তফসিল;

(ড) **"দলিলপত্র"** অর্থ কাগজ বা অন্যকোনো পদার্থের ওপর অক্ষর, অংক, সংকেত বা চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশিত বা বর্ণিত কোনো বিষয় এবং যেকোনো ধরনের ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত, কম্পিউটার কার্যক্রম, কম্পিউটার ফিতা (tape), কম্পিউটার ডিস্ক বা যেকোনো ধরনের উপাত্তধারক মাধ্যম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[৮](ডড) বিলুপ্ত]

(ঢ) **"দাখিলপত্র"** অর্থ এই আইনের ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদেয় দাখিলপত্র;

[৭](ণ) **"নির্ধারিত তারিখ"** অর্থ—

(অ) মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের ক্ষেত্রে, ধারা ৬ এর অধীন কর পরিশোধের সময়; এবং

(আ) দাখিলপত্র (return) পেশকরণের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত দাখিলপত্র পেশকরণের সময়;]

[৩][৮](ণণ) **"পণ"**] অর্থ পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য সমুদয় অর্থ অথবা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য মূল্য;]

(ত) **"পণ্য"** অর্থ শেয়ার, স্টক, মুদ্রা, জানামত (security) ও আদায়যোগ্য দাবি ব্যতীত সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি;

(থ) **"প্রস্তুতকারক"** বা **"উৎপাদক"** বলিতে নিম্নোক্ত কোনো কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:

১। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৭। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৮। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)

(অ) কোনো পদার্থ এককভাবে অথবা অন্যকোনো পদার্থ, সরঞ্জাম (materials) বা উৎপাদনের অংশবিশেষ (components) এর সহিত সংযোগ বা সম্মেলনের দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্যকোনো সুনির্দিষ্ট পদার্থ বা পণ্যে রূপান্তরকরণ বা উহাকে এইরূপে পরিবর্তিত, রূপান্তরিত বা পুনরাকৃতি প্রদানকরণ যাহাতে উক্ত পদার্থ ভিন্নভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়;

(আ) পণ্যের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য কোনো আনুষঙ্গিক বা সহায়ক প্রক্রিয়া;

(ই) মুদ্রণ, প্রকাশনা, শিলালিপি বা মিনাকরণ প্রক্রিয়া;

(ঈ) সংযোজন, মিশ্রণ, কর্তন, তরলীকরণ, বোতলজাতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ বা পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ;

(উ) কোনো প্রস্তুতকারক বা উৎপাদকের দেউলিয়াত্বের ক্ষেত্রে কোনো স্বত্ব-নিয়োগী বা অছি, অবসায়ক, নির্বাহক বা তত্ত্বাবধায়কের কার্য এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তির কার্য যিনি আস্থাভাজনের যোগ্যতায় তাহার পরিসম্পতের নিষ্পত্তি করেন;

[১][(ঊ) অর্থের বিনিময়ে নিজস্ব প্লান্ট, মেশিনারি বা যন্ত্রপাতি দ্বারা অন্যকোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন কাঁচামাল বা উপকরণ ব্যবহার করিয়া কোনো পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনকরণ;]

[২][(থথ) **"বাণিজ্যিক আমদানিকারক"** বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি তৎকর্তৃক প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্য যেকোনো পণ্য আমদানিপূর্বক পণ্যের কোনোরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া [৩][পণের বিনিময়ে] অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন;

(থথথ) **"বাণিজ্যিক দলিল"** অর্থ কোনো ব্যক্তির বাণিজ্যিক লেনদেন বা তাঁহার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থাজ্ঞাপক কোনো লেনদেন লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ বহি বা নথিপত্র বা কাগজপত্র যথা, ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার, ক্যাশ মেমো, দৈনিক ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, ক্যাশ বহি, প্রাথমিক বা জাবেদা বহি, ব্যাংক একাউন্ট ও তৎসংশ্লিষ্ট হিসাব বা নথিপত্র, রেওয়ামিল, খতিয়ান, আর্থিক বিবরণী ও বিশ্লেষণীসমূহ, লাভ-লোকসান হিসাব, লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব, ব্যাংক হিসাব সমন্বয় ও স্থিতিপত্র এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট যেকোনো দলিল;

(থথথথ) **"ব্যবসায়ী"** বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত পণ্যের কোনোরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া [৩][পণের বিনিময়ে] অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করেন।]

[৩][(থথথথথ) **"বিভাগীয় কর্মকর্তা"** অর্থ মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার যেকোনো কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিট-এর সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা;]

(দ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

[৪][(দদ) বিলুপ্ত]

[৫][(দদদ) **"বিল অব এন্ট্রি"** অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 2(c) তে সংজ্ঞায়িত bill of entry;

১। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)

(দদদদ) **"বিল অব এক্সপোর্ট"** অর্থ, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত bill of export;]

(ধ) **"বোর্ড"** অর্থ, National Board of Revenue Order, 1972 (P.O No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত National Board of Revenue;

[১](ধধ) **"বৃহৎ করদাতা ইউনিট** (Large Taxpayer Unit বা LTU) অর্থ ধারা ৮ঘ এর অধীন গঠিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট;]

[২](ন) "ব্যক্তি" অর্থে কোনো ব্যক্তি, নিগমিত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি বা সমিতি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(প) **"মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা"** অর্থ এই আইনের ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ফ) **"শূন্য করারোপযোগ্য পণ্য বা সেবা"** অর্থ রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য কোনো পণ্য বা সেবা বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনো খাদ্য বা অন্যকোনো সামগ্রী যাহার ওপর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে না এবং যাহার প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের ওপর প্রদত্ত সকল কর ও শুল্ক ([৩][আগাম আয়কর এবং রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, কোনো উপকরণের ওপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক] ব্যতীত) ফেরত প্রদেয় হইবে;

[৪](ফফ) বিলুপ্ত]

(ধ) **"সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা"** অর্থ এইরূপ কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডের নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন;

[৪](ভ) **"সর্বমোট প্রাপ্তি"** অর্থ করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে মূল্য সংযোজন কর [৫][*] ব্যতীত কমিশন বা চার্জসহ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;]

[৫](ম) "সরবরাহ" অর্থে ধারা ১৫ ও ১৭ এর অধীনে নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য বা প্রদত্ত বা আমদানিকৃত সেবা বা আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত পণ্যের বা সেবার ক্ষেত্রে পণের বিনিময়ে বিক্রয়, হস্তান্তর বা পণের বিনিময়ে অন্যকোনো উপায়ে উক্তরূপ পণ্যের বা সেবার নিষ্পত্তিকরণ; এবং নিম্নবর্ণিত কার্যাবলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে–

(অ) ব্যবসায় কার্য পরিচালনাকালে অর্জিত, প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার ব্যক্তিগত, ব্যবসায় সংক্রান্ত বা ব্যবসায় বহির্ভূত কার্যে ব্যবহার;

(আ) কোনো ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে কোনো পণ্যের বা সেবার নিলাম বা বিলিবন্দেজ;

(ই) কোনো ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের অব্যবহিত পূর্বে তৎকর্তৃক কোনো করযোগ্য পণ্যের দখল;

(ঈ) পণ্যের প্রস্তুত বা উৎপাদন বা ব্যবসায়স্থল হইতে পণ্য খালাস বা অপসারণ;

(উ) সরকার কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্যকোনো প্রকার লেনদেন;]

১। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের --- নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)

[১](য) **"স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়"** অর্থ [২][রাজস্ব কর্মকর্তা], মূল্য সংযোজন কর-এর কার্যালয়, মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিট-এর আওতাধীন [২][রাজস্ব কর্মকর্তা]-এর অধীনে ন্যস্ত যেকোনো শাখা এবং বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্যকোনো কার্যালয়;

[৩][৪](র) "স্পেশাল জজ" অর্থ "Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর section 3 এর sub-section (1) এর অধীন নিযুক্ত Special Judge;]

(ল) **"রপ্তানি"** অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন সমুদ্র অঞ্চলসহ উহার ভৌগোলিক সীমা রেখার বাহিরে কোনো পণ্য বা সেবা সরবারাহ; এবং

[৫](শ) "রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য" অর্থে নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(অ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত নয় এইরূপ পণ্য বা সেবা উৎপাদনে, ব্যবস্থাপনায়, পরিবহনে বা বিপণনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো বা অন্য কোনোবস্তু যা বিদেশি মুদ্রায় বিনিয়োগ বা সরাসরি বিদেশ হইতে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয়;

(আ) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত অন্য যেকোনো সেবা; এবং

(ই) কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করার সুনির্দিষ্ট শর্তে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা।]]]

৩। মূল্য সংযোজন কর আরোপ।— (১) প্রথম তফসিলে উল্লিখিত পণ্যসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল পণ্য এবং উক্ত তফসিলে উল্লিখিত পণ্যসমূহ ব্যতীত সকল পণ্যের সরবরাহের ওপর এবং [৪][দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সেবাসমূহ ব্যতীত] [৫][বাংলাদেশ প্রদত্ত] সকল সেবার ওপর ধারা ৫ এ বর্ণিত মূল্যের ভিত্তিতে পনের শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও প্রদেয় হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত পণ্য বা সেবার ওপর শূন্য হারে কর আরোপিত হইবে; যথা:

(ক) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য কোনো পণ্য বা সেবা;

[১](কক) বিলুপ্ত

(খ) Customs Act, 1969 (IV of 1969), অতঃপর Customs Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 24 মোতাবেক বাংলাদেশ হইতে বিদেশগামী কোনো যানবাহনে বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত পণ্যের বা সেবার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(অ) বাংলাদেশে পুনঃআমদানিকৃত বা পুনঃআমদানির জন্য অভিপ্রেত কোনো পণ্য বা সেবা;

(আ) Customs Act এর section 131 মোতাবেক রপ্তানির জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু রপ্তানি চালান (bill of export) দাখিলের ৩০ দিন বা কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি হয় নাই, এইরূপ কোনো পণ্য বা সেবা।]

[৬](৩) মূল্য সংযোজন কর প্রদান করিবেন,—

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, আমদানি পর্যায়ে আমদানিকারক;

১। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের --- নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)

(খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন পর্যায়ে সরবরাহকারী;

(গ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, সেবা প্রদানকারী; এবং

[১][(ঘ) বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাহির হইতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে, সেবা গ্রহণকারী; এবং

(ঙ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী।]]

[২][(৩ক) বিলুপ্ত]

[৩][(৪) এই ধারার অধীন মূল্য সংযোজন কর ধার্য ও প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো আমদানিকৃত বা সরবরাহকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Classification)-এর ক্ষেত্রে Custions Act-এর অধীন উক্ত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস প্রযোজ্য হইবে।]

[৪][(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) যেকোনো করযোগ্য পণ্য বা পণ্যশ্রেণিকে করযোগ্য সেবা এবং যেকোনো করযোগ্য সেবাকে করযোগ্য পণ্য হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে; এবং

(খ) করযোগ্য যেকোনো সেবার, পরিধি নির্ধারণের লক্ষে, ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।]

৪। করহার প্রয়োগ।— (১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের হার হইবে, উক্ত পণ্য বা সেবার ওপর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়ে যে হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয় সেই হার।

[৫][(২) করযোগ্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন করের হার হইবে Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 30 এর অধীন নির্ধারিত তারিখে যেই হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয় সেই হার।]

[১][(৩) করযোগ্য সেবা আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন করের হার হইবে, উক্ত সেবার মূল্য পরিশোধের সময়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন করের হার।]

৫। মূল্য সংযোজন কর ধার্যের জন্য মূল্য নিরূপণ।- (১) পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যেই মূল্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে তাহা নিরূপণ করা হইবে Customs Act এর section 25 [৬][অথবা section 25A] এর অধীন আমদানি শুল্ক আরোপণীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্কসহ অন্যান্য শুল্ক ও কর (যদি কিছু থাকে), আগাম আয়কর ব্যতীত, যোগ করিয়া।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে যেই মূল্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে তাহা হইবে, উক্ত পণ্যের [৭][প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী] কর্তৃক ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্য পণ, যাহাতে [৭][প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা [৪][ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণ মূল্য, যাবতীয় ব্যয় ও তৎকর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত কমিশন, চার্জ, ফি ও সম্পূরক শুল্কসহ সকল শুল্ক ও কর (মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত) এবং মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে]] [৭][ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত উপকরণ ব্যবহারক্রমে করযোগ্য পণ্য প্রস্তুতকরণ বা আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে Customs Act এর section 25 অথবা section 25A মোতাবেক যে মূল্যের ভিত্তিতে ধারা ৯ অনুযায়ী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হয় সেই মূল্যের ভিত্তিতে সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে] [৮][:

[২][[*] শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যবসায়ী কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা পণ্যশ্রেণির সরবরাহের ক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা মূল্য সংযোজন করের ভিত্তি নিরূপণের উদ্দেশ্যে উক্ত পণ্য বা পণ্যশ্রেণির মূল্য সংযোজনের হার এবং পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।]]

১। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের --- নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৭। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৮। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)

[১][(২ক) কোনো নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক চুক্তির ভিত্তিতে অন্যকোনো নিবন্ধিত উৎপাদকের ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড, বিধি দ্বারা উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

[২][(২খ) কোনো উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক পণ্যের গায়ে বা ধারকে বা প্যাকেটে মুদ্রিত আকারে অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিতে চাহিলে উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়ে এবং আমদানিকারক কর্তৃক সরবরাহ পর্যায়ে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সমুদয় কর পরিশোধ সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা সরবরাহ করিতে পারিবে।]

[৩][(২গ) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখার অভিপ্রায়ে সরকারি কোনো দপ্তর বা অপর কোনো সংস্থার মাধ্যমে উক্ত পণ্য বা সেবার একক মূল্য নির্ধারণ করিলে উক্ত নির্ধারিত মূল্য হইতে পশ্চাদগণনার মাধ্যমে (back calculation) উৎপাদন বা সেবা প্রদানস্তরে প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আদায়যোগ্য হইবে।]

(৩) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হইবে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তাহা স্থির করিতে পারিবে এবং মূল্য সংযোজন কর আরোপের ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের খুচরা মূল্য হইবে উহার প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, নির্ধারিত সেই মূল্য যাহাতে সকল প্রকার ব্যয়, কমিশন, চার্জ, শুল্ক ও কর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং উক্ত পণ্যে বিশেষ ছাপ (brand) বা চিহ্ন যুক্ত করিয়া উহা যেই মূল্যে (যাহা উক্ত পণ্যের গায়ে বা উহার প্রতিটি মোড়ক, থলিয়া বা কোষে সুস্পষ্ট, লক্ষণীয় ও অনপনীয়ভাবে মুদ্রিত করা হয়) সাধারণ ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় হইবে।

(৪) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হইবে সর্বমোট প্রাপ্তির ওপর:

[৪][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নির্দিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে বোর্ড, আদেশ দ্বারা, প্রকৃত মূল্য সংযোজনের অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করিতে পারিবে] [৩][;

আরও শর্ত থাকে যে, সেবা প্রদানকারী বিনামূল্যে সেবা প্রদান করিলেও সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সেবার ওপর ন্যূনতম মূল্য সংযোজন কর ধার্য করিতে পারিবে।]

[৫][(৪ক) কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, কোনো নির্দিষ্ট কর মেয়াদে উক্ত ব্যবসায়ীর সরবরাহ বাবদ প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত মোট মূল্য, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরূপিত হইবে, এর ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপ করা যাইবে।]

(৫) যেই পণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য বাটা (trade discount) প্রদান করা হয় সেই পণ্যের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হইবে বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর যেই মূল্যে উহা সরবরাহ করা হয় সেই মূল্যের ওপর:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্য বাটা প্রদানের পর যেই মূল্যে উক্ত পণ্য সরবরাহ করা হয় উহা চালানপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রদত্ত বাণিজ্য বাটার পরিমাণ সাধারণ ব্যবসায় রীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে।

[৬][৪][(৬) বিলুপ্ত]

(৭) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা ও যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সন্তুষ্ট হয় যে কোনো করযোগ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর, বা ক্ষেত্রমতে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ধার্য করার নিমিত্তে উহার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা সমীচীন তাহা হইলে বোর্ড সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা উক্ত করযোগ্য পণ্য বা সেবার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

১। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)) ২। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) ৪। অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) ৬। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)

৬। পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি।— (১) আমদানিকৃত পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজন কর Customs Act এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক আমদানি শুল্কের মত এইরূপ একই পদ্ধতি ও সময়ে প্রদত্ত হইবে যেন উহ উক্ত Act-এর অধীন একটি আমদানি শুল্ক; এবং উক্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত বা জারিকৃত বিধিমালা, আদেশসমূহ বা নির্দেশাবলি, যদি থাকে, সাপেক্ষে উক্ত Act এবং তদধীনে জারিকৃত বা প্রদত্ত বিধিমালা, আদেশসমূহ বা নির্দেশাবলি, যতদূর সম্ভব, মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্কের প্রতি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেইরূপে উহা আমদানি শুল্কের প্রতি প্রযোজ্য হয়।

(২) কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসায় কার্য পরিচালনা বা সম্প্রসারণের লক্ষে [১][প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য বা আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত পণ্যের] ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলির মধ্যে যাহা সর্বাগ্রে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময়ে—

(ক) যখন পণ্য অর্পণ (delivery) বা সরবরাহ করা হয়;

(খ) যখন পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত চালানপত্র প্রদান করা হয়;

(গ) যখন কোনো পণ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হয় বা অন্যের ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়;

(ঘ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়।

(৩) কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবসায় পরিচালনা বা সম্প্রসারণকালে প্রদত্ত সেবার ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইবে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলির মধ্যে যাহা সর্বাগ্রে ঘটে, উহা সংঘটিত হওয়ার সময়ে-

(ক) যখন সেবা প্রদান করা হয়;

(খ) যখন সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চালানপত্র প্রদান করা হয়;

(গ) যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পাওয়া যায়[২];

(ঘ) বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার বাহির হইতে বাংলাদেশে সেবার সরবরাহ গ্রহণ করা হইলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়।]

[৩][(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যেকোনো পণ্য, পণ্যশ্রেণি বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণসহ, অগ্রিম পরিশোধের [৪][বা উৎসে কর্তনের] বিধান করিতে পারিবে।]

[৫][(৪ক) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারণকৃত তারিখ হইতে যেকোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণির ওপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত মূল্যমানের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সংবলিত বিশেষ আকার ও ডিজাইনের স্ট্যাম্প (Stamp) বা ব্যান্ডরোল (Bandrol) বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ উক্ত পণ্যের মোড়ক বা ধারক বা পাত্রের গায়ে ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং এইরূপ স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল বা বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ এর ব্যবহার, বিতরণ, সংরক্ষণ, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ ও মোড়কজাতকরণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(**ব্যাখ্যা।**- এই উপ-ধারায় [৬][স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল] অর্থে বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট রং, ডিজাইন, পরিমাপ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সংবলিত দলিল (Security Instrument)-কে বুঝাইবে।)

১। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের --- নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)

[১][(৪কক) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি স্বত্বেও, কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী কর্তৃক পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কোনো প্রকল্পের আওতায় কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর যদি পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করেন এবং উক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় পণ্য বা সেবা উহার অংশবিশেষ সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো সাব-কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট বা অন্যকোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর সাব-কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্যকোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হইতে, উক্ত পণ্য বা সেবার অন্যকোনো প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে, পুনরায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা যাইবে না।

(৪খ) উপ-ধারা (৪কক) এর অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তনকারী ব্যক্তি উক্তরূপ আদায় বা কর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তিকে অনুরূপ আদায় বা কর্তন সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

(অ) মূল্য সংযোজন করদাতার নিবন্ধন সংখ্যা;

(আ) প্রদত্ত পণ্য বা সেবা বাবদ পরিশোধিত মোট পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন;

(ই) মূল্য সংযোজন কর নিরূপণযোগ্য পণ্য বা সেবার মূল্য বা কমিশন;

(ঈ) আদায় বা কর্তনকৃত মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ; এবং

(উ) প্রয়োজনীয় অন্যকোনো তথ্য।

(৪গ) নিবন্ধিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকোনো ব্যক্তি টেন্ডার এ অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না বা তাহার অনুকূলে কোনো কার্যাদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৪ঘ) উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নিকট হইতে তদ্‌কর্তৃক পরিশোধিতব্য পণের ৩ (তিন) শতাংশ মূল্য সংযোজন কর হিসেবে উৎসে কর্তন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী প্রকৃত মূল্য সংযোজনের হারের ভিত্তিতে সেবা সরবরাহকারীর নিকট হইতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে প্রদেয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তন করিবেন।

(৪ঙ) উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৪চ) পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর আংশিক উৎসে কর্তনের ফলে সরবরাহকারী অবশিষ্ট মূল্য সংযোজন কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আমদানি পর্যায়ে, আমদানি শুল্কের সাথে;

(খ) উৎপাদন পর্যায়ে এবং ক্ষেত্রমত, ব্যবসায়ী পর্যায়ে, চলতি হিসাব ও দাখিলপত্রের মাধ্যমে; এবং

(গ) অন্যান্য পণ্য ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে।]

৭। সম্পূরক শুল্ক আরোপ।— (১) বিলাস পণ্য, অত্যাবশ্যক নহে এবং সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত [১][এবং অন্যান্য পণ্য ও সেবা যাহার ওপর জনস্বার্থে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যুক্তিযুক্ত] তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত এমন পণ্য ও সেবা যাহা বাংলাদেশে সরবরাহকৃত, আমদানিকৃত বা প্রদত্ত হয় উহার ওপর উক্ত তফসিলে উল্লিখিত হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত হইবে।

(২) সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার মূল্য হইবে,

(ক) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে, আমদানি শুল্ক আরোপের লক্ষে Customs Act এর section 25 [২][অথবা section 25A] এর অধীন [৩][আমদানি শুল্ক আরোপণীয় মূল্যের সহিত আমদানি শুল্ক যোগ করিয়া যে মূল্য হয় সেই মূল্য];

(খ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক কর্তৃক [৪][এবং করযোগ্য অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক] উক্ত পণ্যের ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্য পণ [৫][যাহাতে] মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না; [৫][*]

(গ) বাংলাদেশে প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে, সেবা প্রদান বাবদ সর্বমোট প্রাপ্তি যাহাতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না [৫][; এবং

(ঘ) যে পণ্যের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্যের ভিত্তিতে মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হইবে সেই পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে এই আইনের ধারা ৫(৩) এ বর্ণিত খুচরা মূল্য উক্ত পণ্যের মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।]

(৩) মূল্য সংযোজন কর যে সময় ও পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে সম্পূরক শুল্ক প্রদেয় হইবে।

৮। টার্নওভার কর।— (১) করযোগ্য পণ্যের [৪][প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী] বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, যাহার ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই তিনি তাহার বার্ষিক টার্নওভারের [৩][চার শতাংশ] হারে টার্নওভার কর প্রদান করিবেন।

(২) সর্বোচ্চ কি পরিমাণ টার্নওভারের ওপর টার্নওভার কর প্রদেয় হইবে তাহা নির্ধারণ, টার্নওভার কাদাতাগণের তালিকাভুক্তি, প্রদেয় টার্নওভার কর নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতি, নিরূপণের বিরুদ্ধে আপিল, অপরাধ ও দণ্ডসমূহ, পণ্য আটক, ন্যায়-নির্ণয়ন, বাজেয়াপ্তি ও জরিমানা আরোপ এবং তৎসমূহ সম্পর্কিত আপিল, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা, হিসাবরক্ষণ, কম পরিশোধিত বা বকেয়া কর আদায়, ভুলবশত বা অধিক পরিশোধিত কর প্রত্যর্পণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)

[১][(৩) বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা এবং যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্তসাপেক্ষে, যে কোনো পণ্য বা সেবাকে টার্নওভার কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।]

[২][(৪) বোর্ড, জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এবং যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্বক সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট পণ্য, পণ্যশ্রেণি বা সেবা প্রদানকারীকে বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ নির্বিশেষে ধারা ১৫ এর আওতায় নিবন্ধিত হওয়াসহ মূল্য সংযোজন কর প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

[৩][(৮ক), (৮খ) (৮গ) বিলুপ্ত]

[৪][**৮ঘ। বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন।**— বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের সমগ্র এলাকা বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট পরিসীমা বা শ্রেণির করদাতার নিকট হইতে মূল্য সংযোজন কর [৫][, সম্পূরক শুল্ক ও আবগারি শুল্ক] আদায় ও তত্ত্বাবধানের জন্য উক্ত শ্রেণির করদাতাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃহৎ করদাতা ইউনিট (Large Taxpayer Unit বা LTU) গঠন করিতে পারিবে।]

৯। কর রেয়াত।— [৬][(১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী প্রতি কর মেয়াদে তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ওপর প্রদেয় উৎপাদ করের (output tax) বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(খ) টার্নওভার করের আওতাভুক্ত করদাতার নিকট হইতে সংগৃহীত উপকরণের ওপর পরিশোধিত টার্নওভার কর;

(গ) পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;

(ঘ) প্রথমবার ব্যতীত অন্যকোনো দফায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য মোড়কের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত হইলেও কোনো দালান-কোঠা বা অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুষমীকরণ, আধুনিকীকরণ, [৭][প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ,] পুনঃসংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ, সকল প্রকার আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামতকরণ, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা [৮][,যানবাহন, ইত্যাদি ভাড়া বা লিজ গ্রহণ,] ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং সেবার ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

[৪][(চ) করযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, বিভিন্ন পণ্য ও সেবা এবং উহাদের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের হারের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর;]

(ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারীর কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

১। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৫। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ১০ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৭। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৮। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)

[১][(ছছ) ধারা ৫ এর—

(অ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পণ্যের করযোগ্য মূল্য ভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন [২][*] উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(আ) উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর;]

(জ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

[৩][(জজ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪ক) এ উল্লিখিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত উপকরণ কর;

(ঝ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহকারী [৪][ও সেবা প্রদানকারী] কর্তৃক ক্রীত উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

[৫][(ঞ) পণ্যের সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকরীর নিবন্ধন সংখ্যা ব্যতীত অন্যকোনো নিবন্ধন সংখ্যা সংবলিত বিল অব এন্ট্রি বা চালানপত্রে উল্লিখিত উপকরণ কর;]

[৬][(ট) অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্যের অন্যকোনো পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ঠ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;

(ড) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে যে কারণে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টির অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর;

(ঢ) পণ্য বা সেবার সরবরাহ মূল্য এক লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব হইলে এবং উহার সমুদয় বা আংশিক সরবরাহ •মূল্যের অন্যকোনো, ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যতীত, অন্যকোনো উপায়ে পরিশোধিত উপকরণ কর:

তবে শর্ত থাকে যে, উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত দলিলাদি করদাতা তাহার অধিকারে পাওয়া সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে একই কর মেয়াদে সমুদয় উপকরণ তাহার উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদানস্থলে প্রবেশ করাইতে ব্যর্থ হইলে অথবা ভুলবশতঃ একই করমেয়াদে রেয়াত গ্রহণে অসমর্থ হইলে উক্ত উপকরণ উৎপাদন, সরবরাহ বা সেবা প্রদানস্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করানো সাপেক্ষে পরবর্তী দুইটি করমেয়াদের যেকোনো তারিখে উক্ত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।]

[৬][(১ক) মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ কর রেয়াত গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ধারা ৩৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহীত রেয়াত নাকচ করিয়া চলতি হিসাব বা দাখিলপত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দিতে পারিবেন।]

১। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৪। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ১০নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)

[১][(২ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের ফলে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রদানের তারিখ হইতে পনের কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত কর্মকর্তার উর্ধ্বতন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।]

(২খ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন কোনো লিখিত আপত্তি দাখিল করা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আপত্তি দাখিলের তারিখ হইতে [২][পনের কার্যদিবসের] মধ্যে আপত্তি দাখিলকারী ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানপূর্বক, উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার অনুরূপ কোনো আদেশ চূড়ান্ত হইবে।]

(৩) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি যিনি মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য নহে এমন পণ্যও সরবরাহ করেন বা এমন সেবাও প্রদান করেন তিনি মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা প্রদত্ত সেবায় মোট উপকরণের যে পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই পরিমাণের অনুপাতে উৎপাদ করের বিপরীতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[৪][(৪) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা ব্যবসায়ী কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধিত উপকরণ উৎপাদনস্থল, সেবা প্রদান বা ব্যবসায়স্থলে সংরক্ষণকালে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের উপকরণ কর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।]

১০। উৎপাদ কর প্রদান পরবর্তীকালে হিসাবে সংশোধন।— যে ক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বাবদ চালানপত্র প্রদানের পর পণ্যের বিক্রয় বাতিল করা হয় এবং পণ্য ফেরত গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত ফেরত গৃহীত পণ্য সরবরাহের ওপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক চলতি হিসাব ও পরবর্তী দাখিলপত্রের মাধ্যমে তৎকর্তৃক প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

১১। উদ্বৃত্ত উপকরণ করের নিষ্পত্তি।— যে ক্ষেত্রে কোনো কর মেয়াদে রেয়াতযোগ্য উপকরণ কর প্রদেয় উৎপাদ করের অতিরিক্ত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত উদ্বৃত্ত উপকরণ কর নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পরবর্তী কর মেয়াদের চলতি হিসাবে জের টানা হইবে এবং উহা শেষোক্ত কর মেয়াদে উপকরণ কর বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। আইন প্রবর্তনের সময়ে মজুদ বাবদ উপকরণ কর রেয়াত।— কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট এই আইন প্রবর্তনের তারিখে উক্ত তারিখের পূর্বে তৎকর্তৃক ক্রীত Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944) এর অধীনে আবগারি শুল্ক আরোপযোগ্য এবং Sales Tax Ordinance, 1982 (XVIII if 1982) এর অধীনে বিক্রয় কর আরোপযোগ্য উপকরণের অথবা এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তী কোনো সময়ে নূতনভাবে মূল্য সংযোজন করের আওতায় অন্তর্ভুক্ত কোনো পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত মূল্য সংযোজন কর প্রদত্ত উপকরণের মজুদ থাকিলে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো মেয়াদে ক্রীত উক্তরূপ উপকরণ বাবদ বিধিতে উল্লিখিত হারে ও পদ্ধতিতে প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৩। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)

১৩। রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত কর [১][প্রত্যর্পণ (Drawback)]। — (১) [২][Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Chapter VI-এর বিধানবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে] যেকোনো ব্যক্তি তৎকর্তৃক রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা রপ্তানিকৃত সেবায় বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত খাদ্য বা অন্যকোনো সামাগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর ([৩][আগাম প্রদত্ত আয়কর এবং রপ্তানি পণ্য প্রস্তুতকরণে বা উৎপাদনে ব্যবহৃত, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, কোনো উপকরণের ওপর প্রদত্ত সম্পূরক শুল্ক] ব্যতীত) প্রত্যর্পণ হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হইবেন [৪][:

[৫][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্য বা সেবা রপ্তানির তারিখের এবং যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় রপ্তানি ঋণপত্রের অথবা অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের শর্তমোতাবেক আংশিক জাহাজীকরণের (Partial Shipment) ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানি করা হয় সেক্ষেত্রে সর্বশেষ রপ্তানির তারিখের ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবি করা না হইলে, এই ধারার অধীন প্রত্যর্পণ (Drawback) প্রদেয় হইবে না।]

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায়, "রপ্তানির তারিখ" বলিতে যে তারিখে রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার মালিক Customs Act এর section 131 এর বিধান অনুযায়ী উক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানির বিল অব এক্সপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করেন সেই তারিখ বুঝাইবে।]

[৬][(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতে বা উৎপাদনে বা রপ্তানিকৃত সেবায় বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় ব্যবহৃত কোনো নির্দিষ্ট উপকরণের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য শুল্ক বা কর প্রত্যর্পণের হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

(২) কোনো রপ্তানিকারক তৎকর্তৃক বাংলাদেশে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার ওপর প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে তৎকর্তৃক রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যে বা সেবায় বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত খাদ্য বা অন্যকোনো সামগ্রীতে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রত্যপর্ণযোগ্য যাবতীয় কর ও শুল্ক সমন্বয় করিতে পারিবেন।

[৭][(৩) বোর্ড, সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা, কোনো রপ্তানিকারককে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে চালান ভিত্তিক বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক (input-output co-efficient) এর ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সমহার (flat rate) এ রপ্তানিকৃত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের ওপর পরিশোধিত পরিমাণ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শুল্ক ও করসমূহ প্রত্যর্পণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

[৭][(৪) বোর্ড, সরকারি গেজেটে জারিকৃত আদেশ দ্বারা, আদেশ উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কোনো পণ্য বা সেবার ওপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৩ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন)
৭। অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন)

১৪। অব্যাহতি।— (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যেকোনো পণ্য বা পণ্যশ্রেণির আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যেকোনো সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

[১][(১ক) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্তসাপেক্ষে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিক ভিত্তিতে (reciprocal basis) বাস্তবায়নের জন্য, যেকোনো পণ্যের আমদানি, সরবরাহ গ্রহণ বা সেবা গ্রহণকে এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।]

(২) বোর্ড, বিশেষ আদেশবলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক, করযোগ্য যেকোনো পণ্যের আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবা এই আইনের অধীনে আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। নিবন্ধন।— (১) করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বা যেকোনো পণ্যের আমদানিকারক বা যেকোনো পণ্য বা সেবার রপ্তানিকারককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে উক্তরূপ পণ্য সরবরাহ করেন বা সেবা প্রদান করেন বা আমদানি বা রপ্তানির ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য প্রথকভাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে [২]:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো [৩][পণ্য সরবরাহ, উৎপাদন পর্যায়ে ব্যতীত, বা সেবা প্রদান বা আমদানি বা রপ্তানি ব্যবসায় পরিচালনা কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয় এবং উহার হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র অনুরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, শুধুমাত্র উক্ত পণ্য সরবরাহ, উৎপাদন পর্যায়ে ব্যতীত], সেবা প্রদানের বা, ক্ষেত্রমত, আমদানি বা রপ্তানি ব্যবসায়ের সদর দপ্তরকে [৪][কেন্দ্রীয়ভাবে] এই ধারার অধীন নিবন্ধিত করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

(৩) নিবন্ধনের আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

[৫][(৩ক) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা আমদানিকারক বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধনপত্রের মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে এবং উক্ত বিধিতে নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে উক্তরূপ নিবন্ধনপত্র মেয়াদান্তে নবায়ন করা যাইবে।]

(৪) যদি নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ না করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধানের পর সন্তুষ্ট হন যে উক্ত ব্যক্তির এই ধারার অধীন নিবন্ধিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা

১। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)

রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে [১][নিবন্ধিত করিয়া তাহাকে অবহিত করিবেন] এবং যেদিন হইতে উক্ত বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হইয়াছে সেই দিন হইতেই উক্ত ব্যক্তি নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

[২][(৫) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের জন্য প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে একটি সমন্বিত (Unified) নিবন্ধন সংখ্যা প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই সমন্বিত নিবন্ধন সংখ্যা প্রদানের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

১৬। নিবন্ধন হইতে অব্যাহতি।— (১) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণিকে তাহার বা তাহাদের করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান হইতে প্রাপ্য বা প্রাপ্ত বার্ষিক টার্নওভার-এর ভিত্তিতে ধারা ১৫ এর অধীনে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন অব্যাহতি শুধু এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহার বা যাহাদের উক্তরূপ প্রাপ্য বা প্রাপ্ত বার্ষিক টার্নওভার এর পরিমাণ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত অংকের অধিক না হয়।

(২) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যেকোনো শ্রেণির আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নিবন্ধনের আবশ্যকতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

১৭। স্বেচ্ছা নিবন্ধন।— [৩][(১)] ধারা ১৬ অনুযায়ী নিবন্ধন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বেচ্ছায় নিবন্ধনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত [১][ফরমে] ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

[৩][(২)] এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত, উৎপাদিত বা আমদানিকৃত কোনো পণ্যের বিক্রেতা, হস্তান্তরকারী বা ইজারা প্রদানকারী অথবা, দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত সেবা [৪][*] প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ১৫ ও উপ-ধারা (১) এর আওতা বহির্ভূত তিনি ইচ্ছা করিলে করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বেচ্ছায় নিবন্ধনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্র সর্বতোভাবে যথাযথ বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে তিনি আবেদনকারীকে নিবন্ধিত করিবেন এবং তাহার ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া তাহাকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন; এবং এইরূপ নিবন্ধিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন করদাতা হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং এই আইনের অধীন কর নিরূপণ ও পরিশোধ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকল বিধান তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।]

১৮। নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যের পরিবর্তন।— নিবন্ধনের আবেদনপত্রে উল্লিখিত নাম ঠিকানা বা অন্যকোনো তথ্যের [১][পরিবর্তন করার ইচ্ছা করিলে নিবন্ধিত ব্যক্তি উক্ত পরিবর্তনের তারিখের অন্যূন চৌদ্দ দিন পূর্বে] সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উহা অবহিত করিবেন।

১৯। নিবন্ধন বাতিলকরণ।— (১) কোনো নিবন্ধিত [৫][অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা করযোগ্য পণ্য আমদানি বা যে কোনো পণ্য বা সেবা রপ্তানির ব্যবসায় কার্য পরিচালনা হইতে বিরত হইলে তিনি উক্তরূপ বিরত হওয়ার চৌদ্দ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিত কোনো অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব নাই তাহা হইলে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত

১। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) ২। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) ৪। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)

পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধার্য তারিখে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন [১][অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা] বাতিল করিবেন [১][:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের আলোকে বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান করা হইলে উক্তরূপ নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য উল্লেখপূর্বক নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন বোর্ড প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানি গ্রহণপূর্বক নিবন্ধন প্রদান সংক্রান্ত তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।]

[২][(১ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি তদন্তপূর্বক এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, নিবন্ধিত [১][অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তি অসত্য তথ্য সরবরাহ করিয়া [১][নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) অনুসারে নিবন্ধন বাতিল করা হইয়াছে], তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত [১][অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিত কোনো অনিষ্পন্ন দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, তাহা নিষ্পত্তিপূর্বক উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।]

(২) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্নওভার ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কম হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির আর ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত থাকার বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধার্য তারিখে তাহার নিবন্ধন বাতিল করিবেন।

[৩][(৩) যদি কোনো ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল হয় এবং নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে কোনো কর বা শুল্ক রেয়াত বা চলতি হিসাবে অন্যকোনো জের পাওনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রেয়াত বা জের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফেরত পাওয়ার অধিকারী হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে বিধৃত ছয় মাসের মধ্যে ফেরত প্রদানের দাবি উত্থাপনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।]

[৪][(৪) এই ধারার অধীন কোনো নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট কোনো বকেয়া পাওনা রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া ও যাবতীয় পাওনাদি এমনভাবে আদায় করা হইবে যেন তিনি এই আইনের অধীনে একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি।]

[৫][**২০। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।**— বোর্ড, এই আইন ও বিধি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যেকোনো এলাকার জন্য যেকোনো ব্যক্তিকে-

(ক) কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(খ) কমিশনার (আপিল), মূল্য সংযোজন কর;

(গ) কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর;

[৬][(গগ) মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;]

(ঘ) মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) মহাপরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর;

১। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৬। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)

(চ) অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(ছ) যুগ্ম কমিশনার বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(জ) উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(ঝ) সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(ঞ) [১][রাজস্ব কর্মকর্তা], মূল্য সংযোজন কর;

(ট) [১][সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা], মূল্য সংযোজন কর;

(ঠ) অন্য যেকোনো পদবির মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা,—

নিয়োগ করিতে পারিবে।]

২১। ক্ষমতা।— (১) ধারা ২০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এই আইনের দ্বারা বা অধীনে তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাহার ওপর অর্পিত কর্তব্য পালন করিবেন; এবং তিনি তাহার অধঃস্তন যেকোনো কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বা তাহার ওপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের ওপর উহা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে, সেইরূপ পরিসীমা নির্ধারণ ও শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার করের পরিমাণ নির্ধারণ ও উহা আদায়সহ তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

[২][**২২। ক্ষমতা অর্পণ।**— (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পরিসীমা ও শর্তাবলি (যদি থাকে) সাপেক্ষে, নাম বা পদবি উল্লেখপূর্বক—

(ক) যেকোনো অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন কমিশনার [৩][, কমিশনার (আপিল)] বা মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(খ) যেকোনো যুগ্ম কমিশনার বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন করের, বা কমিশনার [৩][, কমিশনার (আপিল)] বা মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(গ) যেকোনো উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন যুগ্ম কমিশনার বা পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর, বা অতিরিক্ত কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(ঘ) যেকোনো সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন করকে এই আইন বা বিধির অধীন উপ-কমিশনার বা উপ-পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর;

(ঙ) অন্য যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে এই আইন বা বিধির অধীন সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক, মূল্য সংযোজন কর,

এর যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো ক্ষেত্রে বোর্ড ভিন্নতর নির্দেশ না দিলে, কমিশনার বা মহাপরিচালক তাহার অধঃস্তন যেকোনো কর্মকর্তাকে, তাহার অধিক্ষেত্রের সর্বত্র বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায়, এই আইন বা বিধির অধীন কমিশনারের বা মহাপরিচালকের বা এই আইনের অধীন অন্য যেকোনো কর্মকর্তার যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব দান করিতে পারিবেন।]

১। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)

২। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)

৩। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)

২৩। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব অন্য কর্মকর্তাগণের ওপর ন্যস্তকরণ।— বোর্ড সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শর্তসাপেক্ষে বা বিনা শর্তে, এই আইনের অধীন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার যেকোনো দায়িত্ব অন্যকোন সরকারি কর্মকর্তার ওপর অর্পণ করিতে পারিবে।

[১][**২৪। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান।**— (১) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণকে এই আইনের অধীন তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য এতদদ্বারা পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও আনসারের যেকোনো সদস্য এবং [২][ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন-এর কর্তৃপক্ষ], আবগারি, শুল্ক, আয়কর ও মাদাকদ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী সকল সরকারি কর্মকর্তারসহ অন্য যেকোনো সরকারি কর্মকর্তা এবং সকল ব্যাংক কর্মকর্তার ওপর ক্ষমতা অর্পণ ও দায়িত্ব আরোপ করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো [৩][সদস্য, কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা] উক্ত উপ-ধারার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা [৪][দায়িত্ব পালনে তাঁহাকে সহায়তা বা সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যেকোনো তথ্য, ব্যাংক একাউন্টের হিসাব বিবরণী, দলিলাদি ইত্যাদি সরবরাহ] করার জন্য অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবেন।]

[৫][**২৪ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সহায়তা প্রদান।**— The Customs Act, 1969 (IV of 1969), Gift Tax Act, 1963 (XIV of 1963) কিংবা দান কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২২ নং আইন), Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984)-এর [৬][উদ্দেশ্য] পূরণকল্পে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি উক্ত আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ সরবরাহ করিবেন।]

২৫। সমন প্রেরণের ক্ষমতা।— (১) পদমর্যাদায় [৭][রাজস্ব কর্মকর্তার] নিম্নে নহেন এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা তৎকর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যেকোনো তদন্তে যে ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করেন, সাক্ষ্য দেওয়া বা কোনো দলিলপত্র বা অন্যকোনো বস্তু দাখিল করার জন্য সেই ব্যক্তির ওপর, লিখিতভাবে সমন জারির কারণ উল্লেখসহ, সমন জারি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত যেকোনো ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সশরীরে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)-এর sections 132 ও 133-এর অধীনে কোনো আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে স্বশরীরে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা যাইবে না।

(৩) কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা তৎকর্তৃক পরিচালিত যেকোনো তদন্ত Penal Code (Act XLV of 1860)-এর sections 193 ও 228-এর অধীন বিচার বিভাগীয় কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

[৮][**২৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের উৎপাদনস্থল, সেবাপ্রদানস্থল, ব্যবসায়স্থল ও ঘরবাড়িতে প্রবেশ, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন এবং হিসাব ও নথিপত্র পরীক্ষা করার অধিকার।**— (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত—

১। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)

(ক) যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানের স্থল বা ব্যবসায়স্থল বা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো ঘরবাড়ি বা অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার থাকিবে;

(খ) যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া, মজুদ পণ্য, সেবা ও উপকরণ পরিদর্শন ও তদসংক্রান্ত হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; এবং

(গ) যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যেকোনো সময় নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত পুস্তক, নথিপত্র ও বাণিজ্যিক দলিলাদিসহ ব্যবসা সংক্রান্ত সকল দলিলাদি পরীক্ষা করিতে, উহা দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে বা আটক করিতে [১][বা আটককৃত পণ্য হেফাজত বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উৎপাদনস্থল, সরবরাহস্থল বা ব্যবসায়স্থলে, কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে, তালাবদ্ধ করিতে] বা এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থান কাহারো আবাসস্থল হইলে উক্ত কর্মকর্তা, উক্ত আবাসস্থলের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তত্ত্বাবধানকারীকে যথাযথ নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তবে ধারা ৪৮ক এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে অনুরূপ নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো স্থানে প্রবেশ করিলে উক্ত স্থানের স্বত্বাধিকারী, তত্ত্বাবধানকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিলাদি বা নমুনা সরবরাহসহ অন্যান্য সকল যুক্তিসঙ্গত সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো তথ্য, দলিলাদি বা নমুনা প্রাপ্তির পর যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কোনো রাজস্ব ফাঁকি দিয়াছেন বা কোনো অনিয়ম করিয়াছেন তাহা হইলে তৎসম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা [২][নির্ধারিত সময়ের জন্য, কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনযোগ্য (freeze) করাসহ] এই আইনের অধীন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের [১][রাজস্ব কর্মকর্তা] তাঁহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদনস্থল বা সরবরাহস্থল বা সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পরিদর্শন এবং মজুদ পণ্য, সেবা, উপকরণ ও হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটিরশিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবিকারী প্রতিষ্ঠানও নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য বক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।]

[১][**২৬ক। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিরীক্ষার আদেশদান ও বোর্ড কর্তৃক নিরীক্ষক নিয়োগ।**—(১) যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের কর, কর সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম [৩][নিরীক্ষার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিসহ বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত আদেশ ও নিরীক্ষা ম্যানুয়েলের] ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া আদেশদানকারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

[৩][(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাইবার পর নিরীক্ষায় উদ্ঘাটিত রাজস্ব ফাঁকি ও অনিয়মের বিষয়ে যথাযথ পরীক্ষান্তে, ও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের আইনসঙ্গত কোনো আপত্তি থাকিলে

১। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)

উহা বিবেচনাক্রমে, নিরীক্ষার আদেশদানকারী কর্মকর্তা উক্ত ফাঁকি ও অনিয়ম সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করিবেন।]

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির মজুদ পণ্য পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য বোর্ড, আদেশ দ্বারা, যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও শর্তাদি স্থিরক্রমে কোনো নিরীক্ষক (অডিটর) নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক এই ধারার উদ্দেশ্যে একজন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হইবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য প্রতিষ্ঠান এবং কুটির শিল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বা সুবিধা দাবিকারী প্রতিষ্ঠানও নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬খ। তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ (Supervised Supply), পর্যবেক্ষণ ও নজরদারী সংক্রান্ত বিধান।— (১) এই আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনার কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির উৎপাদনস্থল, সরবরাহস্থল, সেবা প্রদানস্থল বা ব্যবসায়স্থল পর্যবেক্ষণ, নজরদারী ও তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনারের যদি বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্য পণ ও করের হিসাব সঠিকভাবে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত পুস্তক ও বাণিজ্যিক দলিলাদিতে উল্লেখ বা দাখিলপত্রে ঘোষণা প্রদান করেন না, অথবা পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করেন না বা চালানপত্র ইস্যু করিলেও আইনানুগভাবে ইস্যু করেন না অথবা কর প্রদানের দায়-দায়িত্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষকে করযোগ্য পণ্য ও সেবার লেনদেন বা বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেন না অথবা অসত্য তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত করের দায়-দায়িত্ব নিরূপণের লক্ষে, তিনি যেই সময় পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেই সময় পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা ব্যবসায়স্থলে পর্যবেক্ষণ, নরজদারী ও তত্ত্বাবধানাধীন সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লিখিত করদাতার পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নজরদারী ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ পর্যবেক্ষণ বা নজরদারী বা তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত করযোগ্য পণ্য বা সেবার লেনদেন বা বিক্রয় বা প্রযোজ্য কর সংক্রান্ত তথ্য কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন, যাহার ভিত্তিতে কমিশনার উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট করমেয়াদ বা অন্য যেকোনো করমেয়াদের কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কমিশনারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোনো করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী ধারা ৩২ অনুযায়ী চালানপত্র প্রদান করেন না বা অসত্য চালানপত্র প্রদান করেন অথবা ধারা ৩১ মোতাবেক রক্ষিত হিসাবপত্রে বা ধারা ৩৫ এর অধীনে প্রদত্ত কোনো কর মেয়াদের দাখিলপত্রে বিক্রয় মূল্য বা সর্বমোট প্রাপ্তি সঠিকভাবে প্রদর্শন করেন না সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর সহিত তুলনীয় অভিন্ন অবস্থান, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন অনুরূপ করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর বিক্রয় মূল্যে বা সর্বমোট প্রাপ্তি বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক প্রথম লব্ধ ধারণার ভিত্তিতে বিবেচ্য করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীর জন্য প্রতি করমেয়াদে ন্যূনতম বিক্রয়ের পরিমাণ, মূল্য সংযোজনের পরিমাণ, প্রদেয় করের ভিত্তিমূল্য বা প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে করদাতার অনুকূলে শুনানির সুযোগদান সংক্রান্ত আইনের অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।]

২৭। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।— (১) [১][সহকারী কমিশনার এর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার] নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বাজেয়াপ্তযোগ্য যেকোনো পণ্য আটক করিতে পারিবেন এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য আটক করা সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্যের মালিক বা উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে সে ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার প্রাক-অনুমতি ব্যতীত উক্ত পণ্য অপসারণ, হস্তান্তর বা প্রকারান্তরে বিলিবন্দেজ না করার নির্দেশ দান করিতে পারিবেন [২]:

[৩][তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির পণ্য আটক করা হইলে, উক্ত পণ্যের ন্যায় নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় (Pending adjudication), বিধিতে উল্লিখিত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে আটককৃত পণ্য উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।]]

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে আটককৃত পণ্যের প্রস্তাবিত বাজেয়াপ্তকরণের কারণ উল্লেখ করিয়া পণ্য আটককরণের তারিখ হইতে **দুই মাসের** মধ্যে পণ্যের মালিকের ওপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করিতে হইবে এবং তাহাকে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে লিখিত জবাব দাখিল করার সুযোগ এবং যদি তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার মনোনীত কৌসুলির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, [৪][কমিশনার], কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উপরি-উক্ত দুই মাস মেয়াদ অনধিক দুই মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য বাজেয়াপ্তির বা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কারণ দর্শাও নোটিশ ব্যতিরেকে প্রদত্ত উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, আদেশটি পালন করিতে লিখিতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশের প্রতি এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)-এর অধীন আটককৃত কোনো পণ্যের মালিকের ওপর পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, [৪][কমিশনার] কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা না হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হইতে আটক করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হইবে।

২৮। আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— ধারা ২৭ এর অধীন আটককৃত যাবতীয় পণ্যের সংরক্ষণ, নিষ্পত্তি বা প্রকারান্তরে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Customs Act এর section 169-এর বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

১। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)

২৯। পণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ।— এই আইনের অধীন কোনো পণ্য, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য ব্যতীত, বিক্রয় এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্দেজ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Customs Act এর section 201-এর বিধান, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

৩০। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের ব্যবস্থাপনা।— সরকারের অনুকূলে নিরঙ্কুশভাবে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য বোর্ড, বিধি সাপেক্ষে, যেভাবে চাহিবে সেভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবে।

৩১। হিসাবরক্ষণ।— প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তিকে, কোনো নির্দিষ্ট করমেয়াদে, তাহার করদায়িতা নিরূপণের সুবিধার্থে তৎকর্তৃক বা তাহার পক্ষে তাহার কোনো এজেন্ট কর্তৃক ক্রীত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত [১][পুস্তক ও নথিপত্র] বিধি দ্বারা নির্ধারিত [২][ফরম] ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার ব্যবসায়স্থলে মজুদ রাখিতে হইবে:

(ক) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ক্রয়ের বিবরণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;

(খ) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বা উক্ত পণ্য বা সেবা রপ্তানির বিবরণী এবং তৎসংশ্লিষ্ট চালানপত্র;

(গ) চলতি হিসাব

(ঘ) মূল্য সংযোজন কর প্রদানের উদ্দেশ্যে চালানের মাধ্যমে ট্রেজারিতে বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী;

(ঙ) উপকরণ ও প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্যের মজুদের বিবরণী; এবং

[৩][(ঙঙ) করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য অথবা সেবা প্রদান সংক্রান্ত বাণিজ্যিক দলিলাদি;]

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে এমন [১][পুস্তক ও নথিপত্র]:

[৪][তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কোন পদ্ধতিতে এবং কি ধরনের পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণ করিবেন উহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

৩২। কর চালানপত্র।— প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদান বা পণ্য বা সেবা রপ্তানি বা করযোগ্য আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়কালে বিধি দ্বারা [৫][নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে অথবা বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্যকোনো [৬][পদ্ধতিতে ও] ফরমে] একটি সংখ্যানুক্রমিক চালানপত্র প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) করযোগ্য পণ্যের প্রতিটি সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানিকৃত পণ্যের প্রতিটি বিক্রয় বা করযোগ্য সেবা প্রদান বা পণ্য বা সেবা রপ্তানির প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক চালানপত্র প্রদান করা যাইবে না;

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মূল কর চালানপত্র হারাইয়াছে বলিয়া দাবি করেন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারী উক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে "অনুলিপি মাত্র" চিহ্ন সংবলিত একটি অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবেন।

১। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)

[১][৩৩। **নথিপত্র সংরক্ষণের মেয়াদ**।— [২][(১)] যে নিবন্ধিত ব্যক্তির ধারা ৩১ এর অধীন কোনো নথিপত্র সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, তাহাকে উক্ত নথিপত্র যে করমেয়াদ সম্পর্কিত সেই করমেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী অন্যূন [৩][৬ (ছয়)] বছর উহা বাংলাদেশে সংরক্ষণ করিতে হইবে; তবে, নিবন্ধিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে দায়েরকৃত যেকোনো মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে, উক্ত মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলা সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের নথিপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।]

[২][(২) উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারীকে বিধিতে উল্লিখিত দলিলাদি অন্যূন ৬ (ছয়) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।]

৩৪। নথিপত্র, ইত্যাদি পেশকরণ।— যেকোনো সময় কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশদান করিলে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অধিকার বা নিয়ন্ত্রণাধীন [৪][নথিপত্র, বাণিজ্যিক দলিলাদি, ইত্যাদি] উক্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

[৫][৩৪ক। **মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি প্রদান**।— পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর এর নিম্নে নহেন এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী ব্যক্তি কোনো প্রতারণা করেন নাই অথবা তাহার কোনো প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় নাই এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত দলিলপত্র আবেদনে বর্ণিত উদ্দেশ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা, কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হারে ফিস গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিলপত্রের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি সরবরাহ করিতে পারিবেন।]

৩৫। দাখিলপত্র পেশকরণ।— প্রত্যেক করযোগ্য পণ্য [৫][প্রস্তুতকারাক বা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী] বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত [৬][ফরম] ও পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রতিটি করমেয়াদের জন্য এই আইনের অধীনে তাহার সকল করদায়িতার বিবরণ সংবলিত দাখিলপত্র পেশ করিবেন।

৩৬। দাখিলপত্রের পরীক্ষা।— (১) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীন পেশকৃত দাখিলপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষান্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত [৬][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] তৎকর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদেয় [৬][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] অপেক্ষ কম, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দ্বারা, আদেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে-

(ক) পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, চলতি হিসাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে, এবং

(খ) সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পন্থায়, অপরিশোধিত পরিমাণ [৬][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] পরিশোধ করার নির্দেশ দান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষান্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তৎকর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদেয় [৬][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] অপেক্ষা অধিক পরিমাণ [৬][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] পরিশোধ করিয়াছেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে, আদেশ দ্বারা, উক্ত অধিক পরিমাণ পরিশোধিত

১। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)

[১][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] তৎকর্তৃক পরবর্তী করমেয়াদে প্রদেয় [১][মূল্য সংযোজন করের বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের] বিপরীতে সমন্বয় সাধনের সুযোগ দান করিবেন।

(৩) ধারা ৩৫ এর অধীন পেশকৃত দাখিলপত্র পরীক্ষাকালে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোনো করযোগ্য পণ্যের যথাযথ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন অথবা কোনো সরবরাহকৃত করযোগ্য পণ্য বা প্রদত্ত করযোগ্য সেবা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কম দেখানো হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত পণ্যের যথাযথ উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত পণ্য বা সেবার পরিমাণ ও উহা হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর অধীন দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন অথবা উক্ত ধারার অধীন পেশকৃত দাখিলপত্রে কোনো ভুল বা ভুল বলিয়া তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এমন কোনো তথ্য সরবরাহ করেন যাহার ফলে পরিশোধিত [১][মূল্য সংযোজন করের বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের] পরিমাণ কম হয়, বা রপ্তানির ক্ষেত্রে, যথাযথ পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণযোগ্য বলিয়া দাবি করেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই আইন বা বিধির অধীন কোনো দণ্ডের বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দান করার পর, কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের বা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কৃত সমীক্ষর ভিত্তিতে প্রদেয় সঠিক মূল্য সংযোজন কর বা প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত [১][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক] প্রদান বা নির্ণীত প্রত্যর্পণ উক্ত ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

[১][(৫) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এবং (৪) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নিজেকে বিরত রাখেন তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ধারা ৩৭ এর অধীন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবেন।]

৩৭। অপরাধ ও দণ্ডসমূহ

(১) যদি কোনো ব্যক্তি—

(ক) এই আইনের অধীনে তাহার নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(খ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোনো দাখিলপত্র পেশ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(গ) নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্যের কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঘ) ধারা ২৫ এর অধীনে কোনো সমনের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন; অথবা

[২][(ঘঘ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার সংরক্ষণে ব্যর্থ হন; অথবা]

(ঙ) এই আইনের অন্যকোনো বিধান লঙ্ঘন করেন,—

তাহা হইলে তিনি [৩][অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব পঁচিশ হাজার] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৩। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)
৪। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)

(২) যদি কোনো ব্যক্তি—

(ক) কর চালানপত্র প্রদান না করেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য কর চালানপত্র প্রদান করেন; অথব

[১][(কক) তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দুইবার নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করিতে অথবা কোনো কর মেয়াদে দাখিলপত্র প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন;] [২][অথবা]

(খ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিক হইতে অসত্য দাখিলপত্র প্রদান করেন; অথবা

[৩][(খখ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক (মূসক-১৭) এ বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ না করিয়া এবং চলতি হিসাব পুস্তক (মূসক-১৮) এ প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর লিপিবদ্ধ না করিয়া পণ্য সরবরাহপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা]

(গ) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে কোনো জাল বা মিথ্যা দলিলপত্র প্রদান করিয়া উহার মাধ্যমে কর ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা]

[৪][(গগ) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি কোনো তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা]

(ঘ) এই আইন বা বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এইরূপ কোনো [৫][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার] সংরক্ষণ না করেন অথবা অনুরূপ কোনো [৫][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার] ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন বা উহার অঙ্গচ্ছেদ করেন বা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন অথবা উক্ত [৫][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার] এই আইনের প্রয়োজন মোতাবেক সংরক্ষণ না করেন; অথবা

(ঙ) সজ্ঞানে মিথ্যা বিবরণ বা মিথ্যা ঘোষণা দান করেন; অথবা

(চ) মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত কোনো [৫][নথিপত্র, ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ECR) বা কম্পিউটার], বহি বা অন্যকোনো দলিলপত্র পরিদর্শন বা আটক করার জন্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তাহার ব্যবসার স্থলে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করেন বা প্রবেশ করা হইতে বিরত করেন; অথবা

(ছ) কোনো পণ্যের ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করার মত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত পণ্য গ্রহণে বা উহার দখল অর্জনে বা লেনদেনে লিপ্ত হন; অথবা

(জ) জাল বা ভুয়া চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করেন; অথবা

(ঝ) অন্য যেকোনো উপায়ে মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি দেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেন; অথবা

(ঞ) নিবন্ধিত ব্যক্তি না হইয়াও এইরূপ কোনো কর চালানপত্র প্রদান করেন যাহাতে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে; অথবা

[৬][(ঞঞ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক)-এর বিধান অনুযায়ী করণীয় কোনো কিছু না করিলে বা করণীয় নয় এমন কিছু করেন;] অথবা;

১। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৫। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ১০ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)

[১][(ঞঞঞঞ) এই আইন বা বিধির অধীন কোনো [২][পণ্য অপসারণের বা সেবা প্রদানের] ক্ষেত্রে চলতি হিসাবে যে পরিমাণ, যাহা দ্বারা জমাকৃত অর্থের এবং প্রদত্ত উপকরণ কর বাবদ প্রাপ্য রেয়াতের সমষ্টির দ্বারা প্রদেয় উৎপাদন কর পরিশোধ বা সমন্বয় করা যায়, জের রাখা প্রয়োজন কিন্তু সেই পরিমাণ জের না রাখিয়া [৩][পণ্য অপসারণ বা সেবা প্রদান করেন;] [৩][অথবা]

(ট) দফা (ক) হইতে দফা [১][(ঞঞঞঞ)] তে বর্ণিত যেকোনো কার্য করেন বা করণে সহায়তা করেন,

[৪][তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ওপর প্রদেয় করের অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব আড়াই গুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং কর ফাঁকি ব্যতীত অন্যান্য অনিয়মের ক্ষেত্রে অন্যূন দশ হাজার এবং অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি বা উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী এই আইনের অধীন প্রদেয় বা উৎসে কর্তিত কর অথবা আরোপিত অর্থদণ্ড অথবা অন্যকোনো পাওনা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহাকে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হইতে অপরিশোধিত পরিমাণের অন্যকোনো মাসিক ২ (দুই) শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।]

[৫][(৩ক) উপ-ধারা (৩) এর অধীন মাসিক দুই শতাংশ হারে [৪][সুদসহ] মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কারণে এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের দণ্ড সম্পর্কিত কোনো বিধানের কার্যকরতা ক্ষুণ্ন হইবে না।]

[৪][(৩খ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এবং (৪খ) এর বিধান অনুযায়ী উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন এবং জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী উক্ত ধারাসমূহের অধীন উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে,-

(ক) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আরোপিত সুদসহ উক্ত মূল্য সংযোজন কর তাহার নিকট হইতে এইরূপে আদায় করা হইবে যেন তিনি উক্ত ধারাসমূহের অধীন একজন পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী;

(খ) দফা (ক) এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া উৎসে কর্তিত মূল্য সংযোজন কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী ব্যক্তি, কর্তিত মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যক্তিগত জরিমানা করিতে পারিবেন।]

(৪) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে দুইবার এতদুদ্দেশ্যে নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও, করমেয়াদ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৩৮ এ বর্ণিত যেকোনো অপরাধ, যেকোনো ১২ মাস সময়ে অন্তত দুইবার করেন অথবা যদি কোনো নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আদেশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নিবন্ধিত হইতে ব্যর্থ হন, [৬][তাহা হইলে,-

---

১। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)

(ক) নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে এবং তাহার নিবন্ধনও বাতিল করা যাইবে; এবং

(খ) নিবন্ধযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে;]

[১][(৫) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার মনোনীত কৌঁসুলির মাধ্যমে শুনানির সুযোগসহ) প্রদান না করিয়া তাহার ওপর এই ধারার অধীন কোনো অর্থদণ্ড, কোনো [২][স্পেশাল জজের আদালতে] কর্তৃক দণ্ডারোপ ব্যতীত, আরোপ করা যাইবে না বা তাহার ব্যবসায় অঙ্গন [৩][তালাবদ্ধ করা যাইবে না বা তাহার নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে না।]

[১][(৬) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি স্পেশাল জজের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব আড়াইগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৭ক। স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা।— (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) অথবা অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য স্পেশাল জজ কর্তৃক দণ্ডারোপ করার ক্ষেত্রে তদ্‌কর্তৃক উহা এমনভাবে বিচার্য হইবে যেন উক্ত অপরাধসমূহ Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act. No. XL of 1958) এর তফসিলভুক্ত কোনো অপরাধ।

(২) স্পেশাল জজ, সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার দপ্তর বা এখতিয়ারাধীন এলাকা বিচারকার্য পরিচালনাধীন স্পেশাল জজের এখতিয়ারাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৭খ। স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।— (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং, ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য যেকোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।]

৩৮। বাজেয়াপ্তকরণ।— যদি—

(১) কোনো নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি নিবন্ধিত হওয়ার পূর্বে কোনো করযোগ্য পণ্য [৪][প্রস্তুত বা উৎপাদন করেন বা করযোগ্য পণ্যের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন], তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; অথবা

[৫][(২) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি—

(ক) কোনো করযোগ্য পণ্য চালানপত্র ব্যতিরেকে ব্যবসায় অঙ্গন হইতে অপসারণ করেন; বা

[৬][(কক) চালানপত্রে প্রদর্শিত কর অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার ওপর প্রযোজ্য কর পরিশোধ ব্যতীত পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করেন; বা]

(খ) করযোগ্য এইরূপ কোনো পণ্য চালানপত্রসহ ব্যবসায় অঙ্গন হইতে অপসারণ করেন যাহার গন্তব্যস্থান পর্যন্ত উক্ত চালানপত্র উহার সহিত না থাকে; বা

১। অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)

(গ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪ক) এ বর্ণিত বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি, তাহার প্রতিনিধি বা উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত যেকোনো ব্যক্তিকে উক্ত পণ্যের ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের [১][অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব আড়াই গুণ] পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে।]

৩৯। বাজেয়াপ্তির সীমা।— (১) এই আইনের অধীন কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উক্ত পণ্য যে মোড়কে পাওয়া যায় সেই মোড়ক এবং উহাতে প্রাপ্ত সকল বস্তুও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত যেকোনো প্রকার যানবাহনও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে:

[২][তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য যানবাহন আটক করা হইলে বিধিত উল্লিখিত কর্মকর্তা উহার এবং উহাতে পরিবহনকৃত পণ্যের ন্যায়-নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় (Pending adjudication), [৩][*] বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় প্রদান করিতে পারিবেন।]

(৩) যেকোনো জলযানের বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উহার ট্যাকল, সাজসজ্জা ও আসবাবপত্রও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

[৪][**৪০। ন্যায়-নির্ণয়নের ক্ষমতা।**— এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধির অধীনে বাজেয়াপ্তকরণ এবং অর্থদণ্ড [১][বা অর্থদণ্ড] আরোপকরণ সংক্রান্ত মামলাসমূহের ন্যায়-নির্ণয়ন করা হইবে,—

(ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969- এর section 179-এর বিধান অনুযায়ী; এবং

(খ) পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুযায়ী—

টেবিল

ন্যায়-নির্ণয়নের ধরন	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(অ) পণ্য বা সেবা বাজেয়াপ্তকরণ এবং কর ফাঁকি [১][অথবা বাজেয়াপ্তকরণ বা কর ফাঁকি] সংশ্লিষ্ট অর্থদণ্ড আরোপ	কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার অধিক হইলে;
	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হইলে;
	যুগ্ম কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইলে;
	উপ-কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইলে;
	সহকারী কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হইলে;
	[৫][রাজস্ব কর্মকর্তা]	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা হইলে;
(আ) দফা (অ) ব্যতীত অন্যান্য অর্থদণ্ড আরোপ	বিভাগীয় কর্মকর্তা	পূর্ণ ক্ষমতা

ব্যাখ্যা।- এই টেবিলে বর্ণিত "পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য" নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আটককৃত পণ্য বা সেবা বহনকারী যানবাহনের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।]

১। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) ২। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) ৪। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ৯ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)

৪১। বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা আরোপ।— যখন এই আইন বা বিধি অনুযায়ী কোনো পণ্য বাজেয়াপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা পণ্যের মালিককে বাজেয়াপ্তির বিকল্প হিসেবে উক্ত পণ্যের ওপর প্রদেয় কর, অন্যান্য সরকারি পাওনা, অর্থদণ্ড এবং উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় উপযুক্ত জরিমানা প্রদানপূর্বক উক্ত পণ্য বিমোচনের সুযোগ দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীনে যে পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেই পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

৪২। আপিল।— [১][(১) যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা যেকোনো ব্যক্তি কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার এই আইন বা কোনো বিধির অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে, পণ্যের সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে ধারা ৫৬ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আটক বা বিক্রয় আদেশ অথবা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Customs Act, এর section 82 বা section 98 এর অধীন কোনো আদেশ ব্যতীত, উক্ত সিদ্ধান্ত বা [২][আদেশ প্রদানের বা ক্ষেত্রমত, আদেশ জারির] [৩][নব্বই দিনের] মধ্যে,

(ক) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ অতিরিক্ত কমিশনার বা তন্নিম্নের কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, কমিশনার (আপিল) এর বিকট; [২][*]

(খ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ কমিশনার, কমিশনার (আপিল) বা তাঁহার সমমর্যাদার কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, Customs Act, এর section 196- এর অধীন গঠিত [২][Customs, Excise and মূল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal, অতঃপর Appellate Tribunal, বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট; এবং

(গ) উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ Appellate Tribunal কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নিকট;]

আপিল করিতে পারিবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল গ্রহণের পর,

(ক) আপিলটি কমিশনার (আপিল)-এর নিকট করা হইলে, কমিশনার (আপিল) আপিলটি সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং আপিলকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান করিয়া যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিতে বা উহাতে কোনো পরিবর্তন করিতে বা উহা বাতিল করিতে বা তাঁহার বিবেচনায় সঙ্গত কোনো নূতন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনার (আপিল) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যথেষ্ট কারণবশতঃ উপরি-উক্ত [৩][নব্বই দিন] মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে তিনি আপিলকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী [৩][ষাট দিনের] মধ্যে আপিল দায়ের করার অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(খ) আপিলটি Appellate Tribunal এর নিকট হইলে Appellate Tribunal, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যতদুর সম্ভব, Customs Act এর উক্ত Tribunal সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুযায়ী আপিলটির নিষ্পত্তি করিবে।]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)

(২) যদি কোনো ব্যক্তি [১][*] কোনো পণ্য বা সেবার ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন করের দাবি সম্পর্কিত অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোনো অর্থদণ্ড সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল করার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাকে তাহার আপিল দায়ের করার কালে [২][আপিলটি—

[৩][(ক)কমিশনার (আপিল) এর নিকট দায়ের করা হইলে, দাবিকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবিকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ]; [৪][*]

(খ) কমিশনার বা তাঁহার সমমর্যাদার কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে, [৩][দাবিকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবিকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ]; এবং

(গ) কমিশনার (আপিল) এর আদেশের বিরুদ্ধে Appellate Tribunal এ দায়ের করা হইলে, [৩][দাবিকৃত কর এর দশ শতাংশ বা দাবিকৃত কর না থাকিলে আরোপিত অর্থদণ্ডের দশ শতাংশ]

সরকারি ট্রেজারি বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট জমা করিতে হইবে।]

[৩][(২ক) যে ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কর নিরূপণ করা যায় না, সেইক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকিবে।]

(৩) কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩ এর অধীন কোনো কার্যধারা শুরু করার পর সেই সিদ্ধান্ত বা আদেশের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল করা যাইবে না।

[৫][(৪) উপ-ধারা (১) বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১ক) এর অধীন আপিল দায়ের হইবার পর ৯ (নয়) মাসের মধ্যে কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, Appellate Tribunal কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তি করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিলটি নিষ্পত্তিক্রমে সিদ্ধান্ত • প্রদান করা না হইলে উহা কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, Appellate Tribunal কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

(৫) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা ৪২ এর অধীন বোর্ডের নিকট পেশকৃত কোনো আপিল অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আপিল আদেশ অথবা উক্তরূপ কোনো আপিল হইতে উদ্ভূত বা তৎসম্পর্কিত কোনো বিষয় উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অনিষ্পন্ন বা ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়নাধীন থাকিলে উহা নির্ধারিত তারিখে Appellate Tribunal এর নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব, Customs Act, এর section 196J-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে Appellate Tribunal কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায়, "নির্ধারিত তারিখ" বলিতে ১লা অক্টোবর, ১৯৯৫ বুঝাইবে।]

১। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ... নং আইন)

৪৩। বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধস্তন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে, তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উহা তৎসম্পর্কে যেইরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [১][বাজেয়াপ্তকরণের] কোনো আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ, বা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের কোনো আদেশ, বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌসুলি বা অন্যকোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোনো কার্যধারার নথিপত্র উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপিল বিবেচনাধীন রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো কার্যধারা শুরু করা যাইবে না।

৪৪। বোর্ডের ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।— (১) বোর্ড এই আইন বা বিধির কোনো বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশের নথিপত্র হইতে আপাত কোনো ভুল বা অশুদ্ধতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বা উক্ত আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে, সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জরিমানা বৃদ্ধি করিতে বা অধিকতর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক প্রদানে বাধ্য করিতে পারে এইরূপ কোনো সংশোধন, উক্ত সংশোধন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এমন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌসুলি বা অন্যকোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, করা যাইবে না [২][:

আরও শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর অধীনে আপিল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীনে তাহার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।]

(২) যে ক্ষেত্রে ধারা ৪৫ এর অধীন কোনো আবেদন করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো কার্যধারা শুরু করা যাইবে না এবং যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ শুরুকৃত কার্যধারা বাতিল হইয়া যাইবে।

১। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)

২। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)

৪৫। সরকারের পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।— সরকার [১][ধারা ৪৩-এর অধীন বোর্ড কর্তৃক] প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা অথবা বোর্ড কর্তৃক ধারা ৪৩-এর অধীন অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে কোনো জরিমানা বৃদ্ধিকরণ অথবা কোনো অর্থদণ্ড আরোপকরণ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ কোনো কর প্রদানে বাধ্যকরণের কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে যদি উক্ত আবেদন উক্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে পেশ করা হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে সরকার যেইরূপ যথাযথ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী যথেষ্ট কারণবশত উপরি-উক্ত চার মাস মেয়াদের মধ্যে আবেদন পেশ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা হইলে সরকার আবেদনকারীকে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে আবেদন পেশ করার অনুমতি দিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [২][বাজেয়াপ্তকরণের] কোনো আদেশ বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ বা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের কোনো আদেশ বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌঁসুলি বা অন্যকোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

৪৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত [৩][প্রতিনিধি ও মূসক পরামর্শকের মাধ্যমে উপস্থিতি ইত্যাদি]।— [৩][(১)] এই আইন বা বিধির অধীন কোনো কার্যধারা উপলক্ষে কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, আপিলাত কর্তৃপক্ষ, বোর্ড বা সরকারের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকারী বা উপস্থিতির জন্য তলবকৃত কোনো ব্যক্তি Customs Act-এর [১][section 196J]-তে বর্ণিত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং উক্ত section- এর বিধানাবলি তাহার ওপর এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা এই ধারার অধীন উপস্থিতির জন্য এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে।

[৩][(২) এই আইন বা বিধির অধীন যেকোনো কার্যধারা উপলক্ষে, বা যেকোনো নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত যেকোনো কাজ সম্পাদনের জন্য অথবা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপ-ধারা (১) অনুসারে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, বোর্ড বা সরকারের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য বা উক্ত ব্যক্তিকে এই আইন বা বিধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বা হইতে পারে এমন যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাধীনে, যেকোনো ব্যক্তিকে মূল্য সংযোজন কর পরামর্শক হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)

৪৭। সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে, এই আইনের বা বিধির অধীন কোনো আদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার নথিপত্র, আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে, উক্ত আদেশের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষান্তে কোনো আপাত ভুল বা অশুদ্ধতা সংশোধন করিয়া তৎসম্পর্কে উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [১][বাজেয়াপ্তকরণের] কোনো আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোনো আদেশ, বা কোনো অর্থদণ্ড আরোপের কোনো আদেশ বা অধিকতর পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের কোনো আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কৌসুলি বা অন্যকোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগদান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না [২]:

আরও শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে ধারা ৪২-এর অধীনে আপিল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী উক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে তাহার আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।]

৪৮। তল্লাশির ক্ষমতা।— [৩][৪][*]পদমর্যাদায় [৫][সহকারী কমিশনার], মূল্য সংযোজন কর এর নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা] লিখিত আদেশ দ্বারা, যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে এইরূপ যেকোনো স্থান, ঘরবাড়ি, নৌযান বা অন্যকোনো যানবাহনে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দান করিতে পারিবে যে স্থান, ঘরবাড়ি, নৌযান বা অন্যকোনো যানবাহন হইতে বা দ্বারা এই আইনের অধীন মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য কোনো পণ্য বা কোনো সেবা এই আইন বা কোনো বিধির বিধান লঙ্ঘন করিয়া সরবরাহ, প্রদত্ত বা বহন করা হয় বা হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন বা তাহার উক্তরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে এবং উক্ত আদেশে উক্তরূপ স্থান, ঘরবাড়ি, নৌযান বা যানবাহন তল্লাশির ক্ষমতাও প্রদান করা যাইতে পারে।

[৬][**৪৮ক। মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ।**— এই আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), অতঃপর Code of Criminal Procedure বলিয়া উল্লিখিত, section 36-এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার ওপর Code of Criminal Procedure-এর Schedule III-তে বর্ণিত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।]

৪৯। গ্রেফতারের ক্ষমতা।— বোর্ডের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এইরূপ যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন যে ব্যক্তি এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

১। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)

৫০। যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।— [১][Code of Criminal Procedure]-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে অপরাধীকে উক্ত Code এর আওতায় বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে না।

[২][**৫১। তল্লাশি ও গ্রেফতার পদ্ধতি।**— এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির যেকোনো তল্লাশি বা গ্রেফতার Code of Criminal Procedure-এর বিধানাবলি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।]

৫২। গ্রেফতাকৃত ব্যক্তিদের ব্যবস্থাপনা।— এই আইনের অধীন গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে নিকটতম এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রেরণ করার জন্য [৩][কমিশনার], মূল্য সংযোজন কর এর নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যদি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে এইরূপ কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা না থাকেন তাহা হইলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫৩। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুসরণীয় পদ্ধতি।— ধারা ৫২ এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয় তিনি তাহাকে এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট হাজির হওয়ার জন্য জামিন দান করিবেন অথবা জামিন নামঞ্জুর করা হইলে তাহাকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট-এর হেফাজতে প্রেরণ করিবেন।

৫৪। ধারা ৫২ এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পদ্ধতি।— (১) ধারা ৫২ এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত শুরু করিবেন।

(২) এই উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা, কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা পরওয়ানায় গ্রেফতারযোগ্য কোনো অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure-এর অধীন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং যে বিধানসমূহের আওতায় থাকেন সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সেই একই বিধানসমূহের আওতাধীন থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যদি মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে বা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি তাহাকে এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য জামিন মঞ্জুর করিবেন অথবা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে প্রেরণ করিবেন;

(খ) যদি মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য নাই বা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই তাহা হইলে তিনি তাহার নির্দেশ মোতাবেক জামানত সহকারে বা জামানত ব্যতীত একটি মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যদি তলব করেন এবং যখন তলব করেন তখন, তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিবেন এবং উক্ত মামলার পূর্ণ বিবরণী সংবলিত একটি প্রতিবেদন তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

১। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন)

৫৫। [১][অনাদায়ী ও কম পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করসহ অন্যান্য [২][শুল্ক ও কর] আদায়]।— [৩][(১) [৪][ধারা ৩৭ এর বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া যেক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তির] পণ্য সরবরাহ বা প্রদত্ত সেবার ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কোনো কারণবশত ধার্য বা পরিশোধ করা হয় নাই বা কম ধার্য বা কম পরিশোধ করা হইয়াছে অথবা ভুলবশতঃ ফেরত প্রদান করা হইয়াছে বা ধারা ১৩ এর অধীন মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম আয়কর ব্যতীত), ভুলবশতঃ প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে বা বাংলাদেশে সরবরাহকৃত কোনো পণ্য বা সেবার ওপর প্রদেয় কর বা শুল্কের বিপরীতে ভুলবশত বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে সমন্বয় করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার ওপর যে তারিখে উক্ত শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হইয়াছিল বা কম পরিশোধিত হইয়াছিল বা ফেরত প্রদান করা হইয়াছিল বা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল বা সমন্বয় করা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে [৫][৫ (পাঁচ)] বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা নোটিশ দ্বারা নোটিশে উল্লিখিত শুল্ক বা [১][মূল্য সংযোজন কর দাবি করিয়া উহাতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের জন্য কারণ দর্শানো] নোটিশ [৫][, অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য, কাগজাদি বা দলিলাদিসহ,] জারি করিবেন] [৪][:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠন কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য গোপন করেন, বিকৃত করেন বা মিথ্যা তথ্য প্রদানপূর্বক মূসক [৫][রেজিস্টার], চলতি হিসাব বা কর চালানপত্র ইস্যু করেন, সেইক্ষেত্রে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ এবং যুক্তিসঙ্গত শুনানি প্রদানের পর উদ্দেশ্যমূলক অপরাধ প্রমাণিত হইলে এই উপ-ধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উহাতে উল্লিখিত [৫][৫ (পাঁচ)] বৎসর সময়সীমা উক্ত ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হইবে না বা সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির ওপর দাবি করার ক্ষেত্রে বারিত হইবেন না।

(২) আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, কোনো কারণবশতঃ পরিশোধ করা না হইয়া থাকিলে [৬][বা ভুলবশত কম পরিশোধিত] হইয়া থাকিলে বা ফেরত প্রদত্ত হইয়া থাকিলে উহা Customs Act-এর section 32 [৫][এবং section 83A]-তে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী আদায় করা হইবে।

[১][(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুল্ক ও কর প্রদানের জন্য যেই ব্যক্তির নিকট হইতে দাবি করা হয় সেই ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারার অধীন কারণ দর্শানো নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে লিখিতভাবে উক্ত দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তাহাকে শুনানির সুযোগদান করিতে হইবে; অতঃপর উক্ত ব্যক্তির উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা উক্ত আপত্তি দাখিলের [৫][১২০ (একশত বিশ) দিনের] মধ্যে বা কোনো আপত্তি দাখিল করা না হইলে উক্ত উপ-ধারার অধীন নোটিশ জারির তারিখের নব্বই দিনের মধ্যে নোটিশে দাবিকৃত শুল্ক ও করের পরিমাণ, প্রয়োজনবোধে, পুনঃনির্ধারণক্রমে চূড়ান্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি নোটিশে দাবিকৃত বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারত শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।]

[১][(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুল্ক ও কর প্রদানের জন্য যেই ব্যক্তির নিকট হইতে দাবি করা হয়, সেই ব্যক্তি লিখিতভাবে উক্ত দাবিকৃত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও কিস্তিতে উক্ত [৭][দাবিকৃত শুল্ক ও কর] পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কিস্তি প্রদানের সময়সীমা ছয় মাসের অতিরিক্ত হইবে না।]

১। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের .... নং আইন)
৬। অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)
৭। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ১০ নং আইন)

৫৬। সরকারের পাওনা আদায়।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ধার্যকৃত কোনো মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা আরোপিত কোনো অর্থদণ্ড কিংবা এই আইনের বা কোনো বিধির অধীন সম্পাদিত কোনো মুচলেকা বা অন্যকোনো দলিলের অধীনে দাবিকৃত কোনো অর্থ প্রাপ্য থাকে সেক্ষেত্রে [১][সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে]-

(ক) উক্ত অর্থ, যে ব্যক্তির নিকট হইতে উহা আদায়যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির কোনো অর্থ উক্ত কর্মকর্তা বা যেকোনো আয়কর, [২][শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর বা আবগারি কর্মকর্তার] নিকট হইতে প্রাপ্য হইলে এবং উহা সেই কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন হইলে, তাহা হইতে কর্তন করিবেন;

(খ) উক্ত অর্থ, যে ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির পক্ষে বা তাহার হিসাবে কোনো অর্থ যে ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে বা পরবর্তীকালে থাকিতে পারে সেই ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দ্বারা, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, নোটিশ প্রাপ্তির [৩][পনের] দিনের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধ করার [১][বা ক্ষেত্রমত উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য সেই ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অপরিচালনাযোগ্য (Freeze) করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে] নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;

[১][(খখ) যদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক দফা (খ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের বেতনভাতাদি উক্ত দফার অধীন নোটিশে উল্লিখিত অর্থ উপ-ধারা (৪) এর অধীন আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাংক এর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন;]

(গ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন হইতে কোনো পণ্যের অপসারণ বা সেবা প্রদান বন্ধ [৪][বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যানবাহন (পণ্যসহ বা ব্যতিরেকে) আটক] করিতে পারিবেন;

(ঘ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির ব্যবসায় অঙ্গন তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন;

[৫][(ঘঘ) দফা (গ) বা (ঘ) অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ থাকা অবস্থায় কোনো পণ্য পঁচনশীল বা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইলে, নিবন্ধিত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে, সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এরূপ যেকোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;]

(ঙ) উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য সেই ব্যক্তির যেকোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় অথবা বিনা ক্রোকে বিক্রয় করিতে পারিবেন;

(চ) উক্ত অর্থ যে ব্যক্তির নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার মালিকানাধীন কোনো পণ্য কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা শুল্ক কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে উহা আটক ও বিক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিত পারিবেন [১][;

(ছ) উক্ত অর্থ যদি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা যে ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের .... নং আইন)

[১][(১ক) কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বা উক্তরূপ পাওনার আইনানুগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধনপত্রের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, অন্যকোনো শুল্ক স্টেশন অথবা শুল্কাধীন পণ্যাগারে রক্ষিত সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো পণ্যের খালাস কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় "নিবন্ধনপত্রের কার্যকারিতা স্থগিত" অর্থে কম্পিউটারাইজড বিল অব এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর (BIN) বন্ধ (Lock) করিয়া রাখাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

(২) যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অর্থ উপ-ধারা (১)-এ ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে আদায় করা না যায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষরে একটি সার্টিফিকেট প্রস্তুত করিয়া উহা এমন কোনো জেলা কালেক্টর এর নিকট প্রেরণ করিবেন যাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি বসবাস করেন বা তাহার কোনো সম্পত্তি রহিয়াছে বা তিনি কোনো ব্যবসায় পরিচালনা করেন; এবং উক্ত কালেক্টর, উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উহাতে উল্লিখিত অর্থ সরকারি পাওনা বা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায় করার কার্যক্রম শুরু করিবেন।

[২][(৩) সংশ্লিষ্ট মূল্য সাংযোজন কর কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এর অধীনে এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা কালেক্টরের নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ করার পর যেকোনো সময় উহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করিতে বা উহাতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে বা উহা বাতিলপূর্বক নূতন সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা কালেক্টর কর্তৃক উহাতে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম শুরু করা হইয়াছে বা উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিক আদায় করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটটি প্রত্যাহার করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোনো নোটিশ প্রাপ্তির পর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত নোটিশ প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অর্থ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব পাওনা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বকেয়া রাজস্ব হিসেবে উহা আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যেকোনো সময় উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ সংশোধন বা উহা পরিশোধের সময় বৃদ্ধি বা ইস্যুকৃত নোটিশ সংশোধন বা তাহা বাতিল করিতে বা উক্ত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।]

৫৭। আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারি।— এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত কিংবা কোনো সমন বা নোটিশ জারি করা হইবে—

(ক) আদেশ, সিদ্ধান্ত, সমন বা নোটিশটি যাহার জন্য অভিপ্রেত তাহাকে বা তাহার এজেন্টকে প্রদান করিয়া বা উহা তাহার বা তাহার এজেন্ট-এর নিকট প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া; অথবা

(খ) যদি আদেশ, সিদ্ধান্ত বা নোটিশটি দফা (ক) তে ব্যবস্থিত কোনো পদ্ধতিতে জারি করা না যায় তাহা হইলে উহা স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দিয়া।

১। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)

৫৮। প্রমাণিত অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের জন্য ব্যতীত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।— কোনো পণ্যের মালিক, কোনো পণ্য মূল্য সংযোজন কর বিভাগের কোনো পণ্য গুদামে অথবা শুল্ক এলাকায় অথবা ঘাটে বা অবতরণ স্থানে কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকাকালে বা বৈধভাবে আটক থাকাকালে উহার কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট হইলে তজ্জন্য উক্ত পণ্যের মালিক কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা হইতে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা কোনো স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যের ফলে উক্ত ক্ষতি বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

৫৯। মালিকানা হস্তান্তর।— কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার [১][ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালিকানা], উক্ত ব্যবসায় পরিচালনায় এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা পর্যন্ত, হস্তান্তর করিতে পারিবেন না [২]:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা মালিকানা ক্রয়কারী ব্যক্তি প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করার বিষয়ে কোনো তফসিলি ব্যাংকের নিঃশর্ত ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিলে যথোপযুক্ত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কমিশনার তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উহা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।]

৬০। মূল্য সংযোজন কর আইনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।— সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, Customs Act বা Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944) এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার যেকোনো বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহকারে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

৬১। আদালতের এখতিয়ার বারিত।— এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, অথবা কোনো মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপণ, ধার্যকরণ বা আদায়করণ বাতিল বা পরিবর্তন করার জন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৬২। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।— এই আইন বা কোনো বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার বা উহার কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্যকোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

[৩][**৬২ক। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষণ।**-নিম্নবর্ণিত সকল বিবরণ এবং তথ্যাদি গোপনীয় থাকিবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের অধীনে গৃহীত যেকোনো বিবৃতি, দাখিলপত্র, বা ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য ও দলিলাদি এবং ধারা ২৬ অনুযায়ী আটককৃত যেকোনো দলিলাদি এবং ধারা ৩১ অনুযায়ী নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত পুস্তক ও নথিপত্র বা তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত যেকোনো বাণিজ্যিক দলিলাদি;

(খ) এই আইনের অধীনে গৃহীত কোনো সাক্ষ্য বা এফিডেভিট বা জবানবন্দী;

(গ) এই আইনের অধীনে দাবি আদায় সংক্রান্ত যেকোনো দলিলাদি।]

১। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)

২। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন)

৩। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের .... নং আইন)

৬৩। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি।— এই আইনের অধীন নিবন্ধিত মৃত ব্যক্তির করদায়িতা তাহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক তাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর অগ্রগণ্য দায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৪। দেউলিয়া ব্যক্তির দায়।— (১) যদি কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হন তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার করদায়িতা দেউলিয়াত্বের অধীন সম্পত্তির ওপর বর্তাইবে, যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যবসায় অব্যাহত থাকে।

(২) যদি করদায়িতা কোনো সম্পত্তি দেউলিয়াত্বের অধীনে যাওয়ার পর উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনাকালে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায় পরিচালনা বাবদ চলতি খরচ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অন্যান্য পাওনাদারের দাবি মিটানোর পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।

৬৫। অসুবিধা দূরীকরণ।— এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৬। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস এবং কতিপয় পণ্যের মূল্য সংযোজন কর প্রত্যর্পণের ক্ষমতা।— বোর্ড যেরূপ শর্ত, সীমা বা বিধিনিষেধ আরোপকরণ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ শর্ত, সীমা ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে Customs Act- এর section 21- এর বিধান মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে কতিপয় পণ্য খালাস করার অথবা কতিপয় পণ্যের ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৬৭। [১]**ফেরত প্রদান (Refund)।** — (১) অসাবধানতাবশত, ভুলবশত বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে বা অন্যকোনো কারণে পরিশোধিত বা অধিক পরিশোধিত বলিয়া দাবিকৃত **মূল্য সংযোজন কর** বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও **সম্পূরক শুল্ক** বা **টার্নওভার কর** বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান (Refund) করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর পরিশোধের [২][ছয়] মাসের মধ্যে অনুরূপ দাবি উত্থাপন করা না হইলে এই উপ-ধারার অধীন ফেরত প্রদানের দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না।]

(২) Customs Act এর section 81 মোতাবেক সাময়িক পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে [২][ছয়] মাসের মেয়াদ গণনা করা হইবে উক্ত মূল্য সংযোজন কর বা, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের চূড়ান্ত নিরূপণের পর উহার সমন্বয় বিধানের তারিখ হইতে।

৬৮। আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ড্র ব্যাক।— Customs Act-এর Chapter VI- এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, সহজে সনাক্ত করা যায় এইরূপ কোনো পণ্য বাংলাদেশে আমদানিকালে উহার ওপর মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করিয়া বাংলাদেশের বাহিরে কোনো স্থানে অথবা কোনো বিদেশ গমনকারী যানবাহনে খাদ্য সামগ্রী বা রসদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রপ্তানি করা হইলে উহার ওপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, ড্র-ব্যাক হিসাবে ফেরত প্রদান করা হইবে।

১। অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) ২। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন)

৬৯। আমাদনি ও রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহৃত পণ্য বাবদ ড্র-ব্যাক।— ধারা ৬৮ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে পণ্য আমদানি এবং পরবর্তীতে রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহার করা হইয়াছে সেই পণ্য সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, ড্র-ব্যাক হিসেবে তদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হইবে।

৭০। যে ক্ষেত্রে কোনো ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।— [১][ধারা ১৩ এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া এবং ৬৮ এবং ৬৯]-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Customs Act- এর section 39- এর শর্তাবলি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে ক্ষেত্রে কোনো ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইবে না।

[২][**৭০ক। মূল্য সংযোজন কর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইত্যাদি।**— বোর্ড উহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি আদায় সাপেক্ষে, মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন, দাখিলপত্র, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কর পরিশোধসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো কার্য সম্পাদন, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে পারিবে।]

৭১। করণিক ত্রুটি সংশোধন, ইত্যাদি।— সরকার, বোর্ড বা কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কৃত বা প্রদত্ত কোনো কর নিরূপণ, ন্যায়-নির্ণয়ন, সিদ্ধান্ত বা আদেশে কোনো করণিক বা গাণিতিক ভুল বা ত্রুটি থাকিলে সরকার, বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যেকোনো সময় উক্ত ভুল বা ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেন।

[৩][**৭১ক। সরকারি পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা।**— যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ বা অন্যকোনো কারণে এইরূপ নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর ধার্যকৃত মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর কিংবা আরোপিত কোনো অর্থদণ্ড কিংবা এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীনে সম্পাদিত কোনো মুচলেকা বা অন্যকোনো দলিলের অধীনে দাবিকৃত কোনো অর্থ এই আইনের ধারা ৫৬-এর অধীনে আদায় করা সম্ভব নয়, সেই ক্ষেত্রে সরকার উক্ত সরকারি পাওনা অবলোপন (Write off) করিতে পারিবে[৩]:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি পাওনা অবলোপনের পর যদি প্রমাণ থাকে যে, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পত্তি নূতনভাবে উদ্ভব হইয়াছে বা ইতিপর্বে সরকারি অর্থের দায়-দেনা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বীয় সম্পত্তি অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির অন্যকোনো সরকারি পাওনা আদায়ের নিমিত্তে অগ্রাধিকার সৃষ্টি হইবে এবং তাহা এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন নূতনভাবে উদ্ভুত বা অসৎ উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত সম্পত্তির গ্রহীতার অন্যকোনো সরকারি পাওনা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।]]

[১][**৭১কক। কর ফাঁকি, আইন লংঘন ইত্যাদির উদঘাটনের জন্য পুরস্কার প্রদান।**— এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে, পদ্ধতিতে এবং সীমা সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারে:

১। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের .... নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)

(ক) এমন কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন করার ব্যাপারে বা তদধীনে আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া বা উহার প্রচেষ্টার ব্যাপারে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করেন; বা

(খ) এমন কোনো মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা বা অন্যকোনো সরকারি সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যিনি, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনের অধীন আদায়যোগ্য কর বা রাজস্ব ফাঁকি বা উহা ফাঁকি দেওয়ার

(অ) যে পণ্য বা অন্য কিছুর ব্যাপারে উক্ত কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে বা আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেই পণ্য আটক এবং বাজেয়াপ্ত হয়, বা চেষ্টা বা উক্ত আইনের কোনো বিধানের লঙ্ঘন চিহ্নিত বা উদঘাটন করেন এবং যদি উক্তরূপ তথ্য সরবরাহ বা চিহ্নিতকরণ বা উদঘাটনের ফলে নিম্নরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে:

(আ) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্যকোনো আইনের অধীনে মূল্য সংযোজন কর বা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায় হয়, বা ক্ষেত্রমত, দায়ী ব্যক্তির ওপর আরোপিত জরিমানা আদায় হয়, বা

(ই) এই আইন বা সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো আইনের অধীনে দায়ী ব্যক্তি দণ্ডিত হন।]

৭২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— (১) এই আইনে উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন [১][এবং প্রণীত বিধির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ] করিতে পারিবে [১][:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।]

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যেকোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:

(ক) [২][মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক নিরূপণ, ধার্যকরণ ও আদায়করণ এবং উক্তরূপ ধার্যের জন্য মূল্য নির্ধারণ, মূল্য ঘোষণা ও ঘোষিত মূল্য যাচাই বাছাইকরণ প্রক্রিয়া], উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ এবং এই আইনের অধীনে দায়িত্বসমূহ পালনকারী কর্তৃপক্ষসমূহ নির্ধারণ;

(খ) মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য পণ্য উহার উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণের স্থান [৩][বা ব্যবসায়স্থল] হইতে অপসারণ ও পরিবহন;

(গ) এই আইনের অধীন কোনো বিধির প্রয়োগের তদারকীর জন্য সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ;

(ঘ) করযোগ্য পণ্য, অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য এবং উক্তরূপ পণ্যসমূহ প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনে [৩][বা সরবরাহে] ব্যবহৃত উপকরণসমূহ পণ্য [৩][প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনের স্থানে বা ব্যবসায় স্থলে] পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষণ;

(ঙ) করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ;

১। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) ২। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ/২০০৯ সনের ১০ নং আইন)
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)

(চ) করযোগ্য পণ্য কেবল নির্ধারিত মোড়ক, থলিয়া বা কোষে সরবরাহকরণ এবং যে মোড়ক, থলিয়া বা কোষে উহা সরবরাহ করা হয় তাহাতে উহার খুচরা মূল্য মুদ্রণ, উৎকীর্ণকরণ বা বুনন বাধ্যতামূলককরণ;

(ছ) যেকোনো পণ্য সম্পর্কে এই আইন বা কোনো বিধি লঙ্ঘন করা হয় তাহার বাজেয়াপ্তকরণ;

(জ) [১][প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত বা আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনোভাবে সংগৃহীত পণ্যের] নমুনা সংগ্রহ ও উহার পরীক্ষা এবং করযোগ্য পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন পরিদর্শন, তল্লাশি ও আটক;

(ঝ) পণ্য বা সেবা রপ্তানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পদ্ধতি;

(ঞ) এই ধারার অধীন প্রণীত কোনো বিধি হইতে উদ্ভূত কোনো বিষয় সম্পর্কে লিখিত নির্দেশ প্রদানের জন্য [২][কমিশনার], মূল্য সংযোজন করকে ক্ষমতা প্রদান [৩];

[৪][(ট) ধারা ৭১কক এর বিধান অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান।]

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে বোর্ড এইরূপ বিধান করিতে পারিবে যেকোনো বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে তাহার বিরুদ্ধে অন্য যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, [৩][*] সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ওপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের [৩][আড়াই গুণ] পরিমাণ [৩][*] অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত লঙ্ঘন যে পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত হয় উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

[৫][**৭২ক। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি।**— (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।]

৭৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (Business Turnover Tax Ordinance, 1982 (XVII of 1982) এবং Sales Tax Ordinance, 1982 (XVIII of 1982), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশগুলি বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশগুলি উক্তরূপে রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত অধ্যাদেশগুলির অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, যতদূর পর্যন্ত উহা এই আইনের বিধানাবলির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হয় ততদূর পর্যন্ত, ইতিমধ্যে কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন না করিয়া এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) উক্ত অধ্যাদেশগুলির অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) উক্ত অধ্যাদেশগুলির কোনো একটির দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোনো কর বা ফিস বা অন্যকোনো পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে, অনাদায়ী থাকিলে উহা উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী আদায় করা হইবে, যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

১। অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন)
২। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন))
৩। অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন)
৪। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন)
৫। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন)

(৩) মূল্য সংযোজন কর অধ্যাদেশ, ১৯৯১ (অধ্যাদেশ নং ২৬, ১৯৯১) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

[১][(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন-

(ক) কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ ও জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

১। অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন)